মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত

'আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গুযারিশাত'-এর প্রেক্ষিতে

মারকায কর্তৃপক্ষের প্রতি

খোলা চিঠি

শায়খ আব্দুর রহমান আলী হাফিযাহুল্লাহ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত

'আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গুযারিশাত' -এর

প্রেক্ষিতে

মারকাযুদ দাওয়াহ কর্তৃপক্ষের প্রতি
খোলা চিঠি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ

শায়খ আব্দুর রহমান আলী হাফিযাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত '*আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গুযারিশাত*' (اپنےطلبه كرام سےچند ضروري گزارشات) এর উপর ভিত্তি করে দ্বীনদার শ্রেণির মাঝে চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। বিশেষত আলেম ও তালিবে ইলমদের মাঝে বিষয়টি নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যেখানে সেখানে অসংখ্য প্রশ্ন ও আপত্তি। বিশেষ করে তারা এই পারচাতে শুযূয, মুনকার, গায়রে ফিতরী, মুখতাসার তরিকা, বাতেলে মহয ইত্যাদির যে অপবাদগুলো অন্যদের উপর আরোপ করেছেন, অনেকে মনে করছেন এই পারচাতে তারা নিজেরাই সেই অপবাদগুলোর শিকার হয়েছেন। কোরআন সুন্নাহ ও জুমহুরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দাবি পারচাতে করা হয়েছে। বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার কারণে ব্যাপারটি গড়িয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য সমালোচনার দিকে।

এজন্য সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সেই প্রশ্নগুলো গুছিয়ে একটি খোলা চিঠি হিসেবে পেশ করছি। এতে আলোচিত ও সমালোচিত প্রশ্নগুলো মারকাযুদ দাওয়ার গোচরীভূত হলে মারকাযের পক্ষ থেকে এর সঠিক ব্যাখ্যা সরবরাহ করা সহজ হবে। অপর দিকে মারকাযের এ পারচার কারণে একটি পক্ষ মারকাযের বিষয়ে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার পথ খোঁজার চেষ্টা করছে। আবার আরেকটি পক্ষ এ পারচার কারণে চলমান জিহাদ ও আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের ব্যাপারে প্রচার করছে বিভিন্ন রকমের খারাপ ধারণা ও অশালীন বক্তব্য, সেই সাথে করে চলেছে জিহাদী কার্যক্রমের প্রকাশ্য বিরোধিতা। আর পারচার মাঝে যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি বা কোন দাবির পক্ষে কোন দলিল দেয়া হয়নি সে বিষয়ের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে তারা চেষ্টা করছে এ পারচার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার। তাহকীকী দৃষ্টিতে পারচার অনেকগুলো বিষয়ই আমার কাছে কুরআন সুন্নাহ ও ফিকহের সিদ্ধান্তের বিপরীত বলে মনে হয়েছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে আমার মনে হয়েছে পারচা সম্পর্কে আলোচিত প্রশ্নসম্বলিত একটি খোলাচিঠি জনসমক্ষে এবং মারকায কতৃপক্ষের বিবেচনায়ও আসা দরকার। যাতে মারকায তার সিদ্ধান্তগুলোর দলিলভিত্তিক ব্যাখ্যা সামনে নিয়ে আসে এবং মারকাযের প্রতি যারা প্রয়োজনের

অতিরিক্ত ভক্তি ও আস্থা প্রকাশ করতে চায় এবং কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়াই যারা মারকাযের পারচার অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ কথাগুলোকে হরফে আখির মনে করে, তারা যেন এ পরচার সিদ্ধান্তগুলোকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে মনে না করে।

আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য আপনাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আমীন।

এক) বলা হয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহীন ও আমাদের নিকট আকাবির ওলামায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন উপকারী হবে।

(صحابئه كرام، سلف صالحين، اور همارے قريبي دور كے اكابر كے سوانح كا مطالعه ان شاء الله تعالى مفيد رهے گا)

নিবেদন হচ্ছে, তিনটি স্তরের সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করতে গেলে এমন কিছু বিপরীত প্রতিচ্ছবি সামনে আসে, যার পারস্পরিক তাতবীক-সামঞ্জস্যসাধন আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তারজীহ-প্রাধান্য দেয়ার কিছু মূলনীতি সামনে আসলে আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। বিশেষত যেহেতু মুহতারাম আসাতিযায়ে কেরামকে সব সময় সহজে পাওয়া যায় না।

দুই) বলা হয়েছে: এখানকার আসাতিযা ও তালাবাদের পরস্পরের ফিকরী ঐক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে খুবই ভালো হবে।

(یہاں کے متخرجین اور اساتذہ وطلبہ آپس میں فکري وحدت پیدا کرنے کي کوشش کریں تو بہت ہي مناسب ہے)

নিবেদন হচ্ছে, মারকাযের পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। যার ফলে ফিকরের তানাওউ-বৈচিত্র্যও এখন একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। এমনকি মাওলানা যুবায়ের সাহেবও তাঁর ফিকরের বিষয়ে দাবি করে থাকেন যে, তিনি এখনো মারকাযের মূল ফিকর থেকে বের হননি, হওয়ার ইচ্ছাও নেই। এমতাবস্থায় মারকাযের মৌলিক ফিকরগুলো যদি সুবিন্যস্তরূপে সামনে এসে যায়, তাহলে ফিকরী ইনহিরাফের ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় আমাদের জন্য সহজ হবে।

তিন) বলা হয়েছে: অহংকার হচ্ছে সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর রোগ। একটু পরে এ অহংকারকে 'গুরুরল ইলম ও গুরুরুল ইহতিদা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (سب سے زیادہ مہلك بیماري عجب وغرور ... غرور العلم اور غرور الاهتداء)

নিবেদন হচ্ছে, অহংকার তো একটি ব্যাপক রোগ যার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ রয়েছে এবং যেগুলোর বিভিন্ন উদাহরণ তাযকিয়া ও ইহসানের বিভিন্ন কিতাবে চিহ্নিত করা

হয়েছে। এমনিভাবে ‘গুরুরুল ইলম’ও একটি আলোচিত বিষয়। কিন্তু ‘গুরুরুল ইহতিদা’ একটি নতুন পরিভাষা বলে মনে হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য আরেকটু স্পষ্ট হলে আমরা উপকৃত হতে পারতাম।

‘গুরুরুল ইলম ও গুরুরুল ইহতিদা’ একসঙ্গে ব্যবহার করা থেকে এর যে উদ্দেশ্য আমরা অনুমান করেছি তা হচ্ছে- আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ইলমের আলোকে যা সঠিক মনে করেছি, সে সঠিকের উপর চলতে পেরে নিজেদেরকে সঠিক পথের পথিক বা হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করছি। হুজুরের দৃষ্টিতে, আমরা ইলমের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে যে সঠিক মনে করছি এটা হচ্ছে ‘গুরুরুল ইলম’। আর সে ইলমের আলোকে চলতে পেরে নিজেকে সঠিক পথের পথিক বা হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করা হচ্ছে ‘গুরুরুল ইহতিদা’। আমি এমনটিই বুঝেছি। এ বুঝ ভুল হয়ে থাকলে এর আরেকটু তফসীল আসলে ভালো হবে।

আর যদি কথা তাই হয় যা আমি বুঝেছি তাহলে জানার বিষয় হচ্ছে, আহলে ইলমতো অবশ্যই, যে কোন একজন মুসলমানও তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পর প্রাপ্ত ইলম অনুযায়ী যদি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে এবং সে অনুযায়ী চলতে পেরে নিজেকে হিদায়াতের উপর আছে বলে মনে করে, তাহলে এটা তার ‘গুরুরুল ইলম ও গুরুরুল ইহতিদা’ হবে? না কি

এটাই তার করণীয়? এটা যদি তার ‘গুরুর’ হয় তাহলে তার করণীয় কী?

এখানে সম্ভবত হুজুরের বক্তব্য এবং আমাদের বুঝের মাঝে সামান্য ফাঁক রয়ে গেছে যা আমরা ধরতে পারছি না। তাই হুজুরই এর সুন্দর সমাধান দিতে পারবেন বলে আশা করছি।

আর যদি হুজুরের উদ্দেশ্য হয়, প্রত্যেকে তার উস্তাযের সঙ্গে মতবিনিময় করে সিদ্ধান্ত নিলে এ ‘গুরুর’ কেটে যাবে, তাহলে জানার বিষয় হচ্ছে, যেসব বিষয়ে উস্তাযের সঙ্গে মতবিনিময় করার সুযোগ হবে না, সেসব বিষয়ে করণীয় কী? বা যত দিন পর্যন্ত উস্তাযের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ হবে না ততদিন পর্যন্ত করণীয় কী?

চার) বলা হয়েছে: নির্ধারিত যে যিম্মাদারীসমূহ রয়েছে সেগুলোকে যথাযথ আদায় করার পর যে সময়টুকু থাকে তার খুব মূল্যায়ন করা চাই।

(جو متعين ذمداريان هيں انهيں كما حقه ادا كرنے كے بعد جو وقت بچتا هے اس كي بهت قدر كرني چاهئے)

নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়, নির্ধারিত যিম্মাদারীর তালিকার শুরুতে ফরযে আইন আমলগুলোই আগে আসবে।

আর এদিকে ফরযে আইনের তালিকা নিয়ে বড় রকমের পেরেশানী এবং অস্বাভাবিক দ্বিমত চলছে। দ্বিতীয়ত, ইলমের অঙ্গনগুলো যেসব কাজের শিরোনাম নিয়ে নিজেদের সময় ও মেধা ব্যয় করে চলেছে সেগুলো আদৌ ফরয কি না? অথবা মূল আমলটি ফরয হয়ে থাকলে দৈনন্দিন কতটুকু ফরযের জন্য ব্যয় হচ্ছে এবং কতটুকু মুস্তাহাব ও মুবাহের জন্য ব্যবহার হচ্ছে -এ নিয়ে বড় ধরনের কাশমাকাশ চলছে। এমতাবস্থায় মারকায থেকে যদি ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়ার একটি সুবিন্যস্ত তালিকা সামনে এসে যেত এবং তারতীবুল আমালের বিবেচনায় এর একটি বিন্যস্ত রূপও এসে যেত তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলোর ভুল কমে আসত। তারতীবুল আমালের তালিকা অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবনকে সাজাতে পারতাম।

পাঁচ) বলা হয়েছে: জিহাদ, ইসলামী রাজনীতি, পশ্চিমা রাজনীতি, ফেতনা, সন্ত্রাস, হিজরত, খেলাফত প্রতিষ্ঠা, সংবিধান, মানবরচিত আইন ইত্যাদি জটিল বিষয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি মধ্যমপন্থী মানসিকতার অধিকারী আহলে দিল ও আহলে ফিকহের সঙ্গে মতবিনিময় করবে। (جهاد، اسلامي سياست، مغربي نظامهائے سياست، فساد وارهاب، هجرت، اقامت خلافت، دستور مملكت، قوانين وضعيه اس طرح کے بهت سے نازك ثقيل موضوعات

مطالعه کے ساتھ معتدل مزاج اهل دل اور اهل فقه سے
(مذاکره ومشاوره بهي کر لیا جائے

নিবেদন হচ্ছে, দু'টি:

১. আহলে দিল ও আহলে ফিকহের পাশাপাশি আহলে তাজরিবা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যারা ফিলহাল কর্মের অঙ্গনে রয়েছেন তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করার বিষয়টিও এখানে সংযোজন করে দেয়া হলে ভালো হত মনে হচ্ছে। যদিও আহলে ফিকহ বললে বিষয়টি হয়তো প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা থেকে তা বুঝবে না।

২. মধ্যমপন্থী বলতে বর্তমানে ধারণা করা হয়, যাদের চলন-বলন-লিখনে কারো গায়ে ও মনে কোন প্রকার আঁচড় ও আঘাত লাগে না। বস্তুত মুদাহিন ও মুতাদিল শব্দ দু'টি এখন একাকার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মুতাদিল মেজাজের সহজ একটি পরিচয় দেয়া থাকলে আমাদের জন্য সহজ হত।

ছয়) বলা হয়েছে: এক দিকে জিহাদের ব্যাপারে তাফরীতের এমন ভয়ংকর রূপ সামনে, অপর দিকে ইফরাতেরও এক

পরিস্থিতি বিরাজ করছে। (ايك طرف تو جهاد كے بارے ميں تفريط كي شكل ميں يه خطرناك قسم كا تطرف، دوسري طرف افراط كي شكل ميں ايك دوسرے نوع كا تطرف بهي پاياجاتا هے)

নিবেদন হচ্ছে, মারকাযের ফুযালা এবং গায়রে ফুযালার অনেকের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসছে যে, ইফরাতের প্রতিরোধে মারকাযের যে পরিমাণ তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাফরীতের প্রতিরোধে এমন কিছু দেখা যায়নি। বরং বলা যায় ইফরাতের প্রতিরোধ করতে গিয়ে দ্বিপক্ষীয় ব্যালেন্স-ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য প্রসঙ্গক্রমে তাফরীতের কিছু বিষয় উঠে এসেছে। ইফরাতের জন্য কার্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে তাফরীতে বিষয়ে এমন কোন পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। এর হেকমত বা গূঢ় রহস্য বা সুবিধা-অসুবিধা জানতে পারলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হত। কারণ আমরা যারা মারকাযকে ভালোবাসি, তারা প্রায়ই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হই।

উদাহরণস্বরূপ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মৌলিকভাবে কুফর হওয়া সত্ত্বেও এর ধারক বাহক ও প্রচারকদের থেকে বারাআত যাহের করাকে মারকায কর্তৃপক্ষ সে পরিমাণ জরুরী মনে করেননি যে পরিমাণ এর বিরুদ্ধপক্ষ থেকে বারাআত যাহের করাকে জরুরী মনে করেছেন। এমনিভাবে

যারা জিহাদের জন্য কোন পদ্ধতিকেই বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়নি তাদের প্রতিরোধে সে পরিমাণ মেধা ব্যায় করা হয়নি, যে পরিমাণ মেধা ব্যয় করা হয়েছে সেসব লোকদের প্রতিরোধে, যারা জিহাদের শিরোনামে কিছু কাজ করতে চায়। এগুলোর ইলমী বিশ্লেষণ সামনে এসে গেলে আমাদের জন্য ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।

সাত) বলা হয়েছে: জিহাদের স্বভাবজাত পদ্ধতি হচ্ছে, যমিনের কর্তৃত্ব অর্জিত হলে পরে জিহাদ করার পর্ব আসবে। (احياء فريضئه جهاد كا فطري طريقه يه هے كه پهلے تمكن في الارض حاصل هوگا)

নিবেদন হচ্ছে, যমিনের কর্তৃত্ব অর্জিত হওয়ার ফিতরী-স্বভাবজাত পদ্ধতি কী? দিফা ও ইকদাম উভয় ক্ষেত্রের জন্য এ কথা বলা হয়েছে? না কি শুধুমাত্র ইকদামের জন্য বলা হয়েছে? বিষয়গুলো একটু বেশি রকমের মুজমাল হওয়ার কারণে পেরেশানী হয়ে যাচ্ছে।

আট) বলা হয়েছে: জিহাদের ফিতরী পদ্ধতি হচ্ছে, বলিষ্ঠ শক্তিশালী ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিহাদের পর্ব আসবে। (قوت قاهره والي اسلامي امارت قائم هوگي)

নিবেদন হচ্ছে, শত্রু ইসলামী ইমারাহ ধ্বংস করে দেয়ার পর তা উদ্ধার করার জন্য জিহাদ করবে? না কি শক্তিশালী ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করবে? জিহাদ না করে ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী? তাছাড়া ইসলামী ইমারাহ ছাড়া জিহাদের বৈধ কোনো পদ্ধতি আছে কি না? না থাকলে ফুকাহায়ে কেরাম যে বলেছেন, দিফায়ী জিহাদের জন্য কোন শর্ত নেই, তাঁদের সেসব কথার ব্যাখ্যা কী?

নয়) বলা হয়েছে: আমীরুল মুমিনীন আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় জিহাদের বিভাগটিকেও যিন্দা করবে। (امیر المؤمنین امر بالمعروف اور نهي عن المنكر کے سارے شعبوں کي طرح شعبه جهاد کو بھ اسلامي احکام کے مطابق زنده کریں گے)

নিবেদন হচ্ছে, জিহাদ হল কুফর শিরককে নিশ্চিহ্ন করে পদানত করে ইসলামের কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। জিহাদ হচ্ছে, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সকল বিভাগ বাস্তবায়ন করার মওকূফ আলাইহি। যেকোন ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগের কাজ হচ্ছে জিহাদ এবং পরের কাজ হচ্ছে আমর বিলমারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্য সকল বিভাগের বাস্তবায়ন। এমতাবস্থায় আমর বিলমারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্যান্য

বিভাগের সঙ্গে জিহাদকে একই স্তরে শুমার করা হলে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? হুজুর এখানে নফল জিহাদের কথা বলতে চাচ্ছেন? না কি ফরয জিহাদের কথা বলতে চাচ্ছেন? একটু পরিষ্কার হলে ভালো হবে।

দশ) বলা হয়েছে: তামাক্কুন ফিল আরদ লাগবে। (تمكن في الارض)

নিবেদন হচ্ছে, এখানে কয়েকটি জানার বিষয় রয়েছে। যথাক্রমে:

১. এ তামাক্কুন যে কোন প্রকারের জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? না কি বিশেষ কোন প্রকারের জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

২. এ তামাক্কুন কতটুকু ভূখণ্ড জুড়ে হলে পরে জিহাদের হুকুম আসবে?

৩. বিশ্বের যেকোন প্রান্তে যদি এ তামাক্কুন অর্জিত হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানদের করণীয় কী?

৪. আর যদি বিশ্বের কোথাও তামাক্কুন অর্জিত না হয় তাহলে সারা বিশ্বের মুসলমানদের করণীয় কী?

উল্লেখ্য, বিশ্বের কোথাও মুসলমানদের তামাক্কুন না থাকার অর্থ হচ্ছে, হাজার দেড় হাজার বছরের মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর সব এখন অমুসলিমদের হাতে। অর্থাৎ দারুল ইসলামগুলো সব এখন দারুল হারবে পরিণত হয়েছে। এখন মাসআলা হচ্ছে, মুসলমানদের ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধার করার মাসআলা। অর্থাৎ দিফার মাসআলা। ইকদামের মাসআলা নয়। এ অবস্থায় তামাক্কুনের শর্ত প্রযোজ্য কি না, একটু নিশ্চিত হওয়া দরকার।

এগারো) বলা হয়েছে: বাস্তবিক সামর্থ্য (কাল্পনিক সামর্থ্য নয়) (حقيقي استطاعت (وهمي استطاعت نهيں)

নিবেদন হচ্ছে, এখানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি জানার বিষয় রয়েছে। যথাক্রমে:

১. মুসলমানদের সংখ্যা হিসাবে সামর্থ্য নির্ধারিত হবে? যেমন কুরআনে সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে। না কি আসবাবের সামর্থ্যের বিবেচনা করা হবে?

২. সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে যে পরিমাণ সামর্থ্যের ভিত্তিতে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে, সে সামর্থ্যকেই মাপকাঠি বানানো হবে? না কি বর্তমানে ভিন্ন কোন মাপকাঠি তৈরি করা হবে?

৩. আকাবিরে দেওবন্দ যে সামর্থ্যের ভিত্তিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তাকে বাস্তবিক সামর্থ্য বলা হবে? না কি কাল্পনিক সামর্থ্য বলা হবে?

৪. সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ও ইসমাঈল শহীদ রহ. যে সামর্থ্য নিয়ে জিহাদ করেছিলেন, তা বাস্তবিক সামর্থ্য ছিল? না কাল্পনিক সামর্থ্য ছিল?

৫. আফগান মুজাহিদরা যে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার সঙ্গে জিহাদ করেছিল সে ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য কাল্পনিক ছিল? না বাস্তবিক ছিল?

৬. বর্তমান তালিবান যে বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে তা বাস্তবিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে চলছে? না কি কাল্পনিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে? মোটকথা বাস্তবিক সামর্থ্য ও কাল্পনিক সামর্থ্যের যদি একটি মাপকাঠি দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এসব বিষয়ে বিতর্কের সূত্র আশা করি খুব বেশি দীর্ঘ হতে পারবে না।

৭. মুসলমানদের পর্যাপ্ত জনসংখ্যাও আছে, অর্থও আছে, ভূখণ্ডও আছে। এখন ভূখণ্ডের অধিকারীরা ভূখণ্ড দিতে রাজি নয়, অর্থ ওয়ালারা অর্থ দিতে রাজি নয়, আর শত কোটি মুসলমান অমুসলিদের বিরুদ্ধে

জিহাদ করার জন্য এক হতে রাজি নয়। মোটকথা সমন্বয় না হওয়ার কারণে সামর্থ্য আছে বলে সাব্যস্ত হয়নি - এ ওজরে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আর ফরয থাকবে না এমন কথা বলা যাবে কি না?

৮. আর যদি এ কথাই সাব্যস্ত হয় যে, সামর্থ্য নেই তাহলে সামর্থ্য অর্জন করার দায়িত্ব কার? সামর্থ্য অর্জনের পদ্ধতি কী? সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে এর যেসব নমুনা পাওয়া যায় তার আলোকে একটি পরিকল্পনা দেয়া হলে উম্মত এ ফরয দায়িত্বটি আদায় করার পথ খুঁজে পেত।

বারো) বলা হয়েছে: বলিষ্ঠ শক্তিশালী ইমারাতের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করতে যাওয়া সুন্নাত নির্দেশিত জিহাদ নয়। (اور امارت قاهره كي اجازت و نگراني كے بغير جهاد كرنے جانا يه جهاد كا وه طريقه نهيں جسے سنت نبويه ..)

নিবেদন হচ্ছে, কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ফিকহের কিতাবাদিতে জিহাদের এমন কিছু ক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে ইমারাতের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করার ফরয হুকুম রয়েছে, এমনকি এমন কিছু ক্ষেত্রও রয়েছে যে ক্ষেত্রে ইমারাত নিষেধ করলেও সে নিষেধ উপেক্ষা করে জিহাদ করার ফরয হুকুম রয়েছে।

জিহাদের এ ক্ষেত্রগুলোর সঠিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিলে কিতাবের এ ইবারাতগুলো হল করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

তেরো) বলা হয়েছে: বিশেষভাবে যদি সে পদ্ধতিই মুনকার হয়। (خاص طور پر اگر وہ طریقہ بذات خود منکر ہو)

নিবেদন হচ্ছে, জিহাদের পথই হচ্ছে হত্যা ও রক্তপাতের। এ কারণে যারাই বর্তমানে নিজেদেরকে মুতাদিল বলে প্রকাশ করতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তারা সাধারাণত হত্যা ও রক্তপাতকেই মুনকার বলে থাকে। বলাবাহুল্য, জিহাদের ময়দানে এমন কিছু বিষয়ে বৈধতা দেয়া আছে, যা জিহাদের ময়দানের বাইরে বৈধ নয়। দেখা যায়, সাধারণভাবে যা বৈধ নয় সে বিষয়গুলোকে তুলে ধরে ধরে জিহাদ অবৈধ হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়। এ প্রবণতা এখন ব্যাপক। মুতাদিল হিসাবে যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তারা এর ধারক বাহক ও প্রচারক। দেওবন্দের মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব থেকে শুরু করে যাত্রাবাড়ির মাওলানা মাহমুদুল হাসান পর্যন্ত অনুসৃত মুতাদিল ব্যক্তিদের দাবি হচ্ছে, মুসলিম অমুসলিমে লড়াইয়ের কোন ধারণা ইসলামে নেই। আরশাদ মাদানী সাহেবের দাবি হচ্ছে ধর্মের কারণে কখনো ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ হয়নি, আর

মাহমুদুল হাসান সাহেবের দাবি হচ্ছে, যুদ্ধ হবে ইবলিস শয়তানের বিরুদ্ধে, কাফেরদের বিরুদ্ধে নয়। এমতাবস্থায় জিহাদের ময়দানে কী কী মুনকার কাজগুলো হচ্ছে, সেগুলো মারকাযের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে দলিলের আলোকে এসে গেলে আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ আস্থার সঙ্গে সামনে বাড়তে পারতেন। এ খেদমতটুকুর উত্তম জাযা আল্লাহ তাআলা মারকাযকে দান করুন।

চৌদ্দ) বলা হয়েছে: শরীয়তবিরোধী কিছু যদি তার মাঝে থাকে (مخالف شريعت كسي چيز پر مشتمل هو)

নিবেদন হচ্ছে, এ মুতলাক ইবারাত থেকে কেউ কেউ বুঝে বসেছেন, মুজাহিদরা অন্যের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীর মত ভোগ করে, অন্যের মাল লুট করে নিয়ে আসে, অন্যদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, বাবার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, উস্তাযের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, বাবার বিরুদ্ধে ও উস্তাযের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবগুলো বিষয়ই শরীয়তবিরোধী। আর এতসব শরীয়তবিরোধী কাজের উপস্থিতিতে একটি জিহাদ বৈধ জিহাদ হতে পারে না। এ ধারণাকে লালন করতে করতে আজকাল যেসকল মুজাহিদ এসকল শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত, তাদের প্রতি ঘৃণায় তাদের অন্তর বিষিয়ে

উঠেছে। এ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার বয়স যখন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন তারা সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টায়। উল্টাতে উল্টাতে তারা যখন জিহাদের পর্বগুলো অতিক্রম করে তখন তারা দেখতে পায়, ইসলামের দিকপাল মহামনীষীগণের জিহাদেও 'শরীয়তবিরোধী' এসব কর্মকান্ড ঘটে চলেছে। সাধারণ অবস্থার শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ড আর জিহাদ অবস্থায় শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ডের মাঝে তারা পার্থক্য করতে পারে না। কারণ কাজগুলো যে শরীয়তবিরোধী তা তাদেরকে বলা হয়েছে, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে যে তার বৈধতা রয়েছে তা তাদেরকে আলাদা করে বলে দেয়া হয়নি।

এমতাবস্থায় মারকাযের কাছে আমাদের আবেদন হচ্ছে, তাঁরা যেন জিহাদের ক্ষেত্রেও যে বিষয়গুলো শরীয়তবিরোধী, তা চিহ্নিত করে দেন এবং উম্মতকে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করবেন।

স্মর্তব্য, ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন একজন বিচারপ্রার্থীর গর্দান উড়িয়ে দিলেন তার নেপথ্যের ঘটনা তালাশ না করে যদি কেউ তাঁকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দিতে চায় তাহলে এটা ভুল হবে। এ ভুল থেকে বাঁচার জন্য

ফকীহ, আহলে দিল ও মুতাদিল হওয়া যথেষ্ট নয়। এর জন্য নেপথ্যের ঘটনাটি জানা থাকা জরুরী।

পনেরো) বলা হয়েছে: এ ধরনের কোন আমলে যুক্ত হয়ে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া সঠিক নয়। (اس نوع کے کسي عمل میں حصه لے کرمطمئن هو جانا که جهاد کا فریضه ادا هو رها هے صحیح نهیں)

নিবেদন হচ্ছে, আমলী ক্ষেত্রে যন্নে গালেব বা প্রবল ধারণার একটা ধর্তব্য রয়েছে। বিশেষত যখন কয়েকটি বিষয় সর্বস্বীকৃত।

১. জিহাদ একটি ফরয আমল।

২. জিহাদ সব সময় চলমান একটি ফরয দায়িত্ব।

৩. জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার মত অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে।

৪. দীর্ঘকাল যাবত দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আমলী কোন প্রোগ্রাম পাওয়া যাচ্ছে না।

৫. জিহাদবিরোধী বহু কার্যক্রম প্রতিনিয়ত অভিনব আঙ্গিকে তৈরি হয়ে আসছে।

এমতাবস্থায় যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের সামনে এ ফরয দায়িত্ব আদায় করার দলিলভিত্তিক কোন সুযোগ আসে এবং সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী যন্নে গালেব বা প্রবল ধারণায় পৌঁছতে পারে যে, এ কাজ ও এ পথটি সঠিক, তাহলে একটি অবহেলিত ফরয আদায়ের তৃপ্তি ও নিশ্চয়তা বোধ করা তার জন্য অপরাধ হবে কেন? আরো এক ধাপ এগিয়ে সে তার প্রবল ধারণাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছানোর জন্য সমাজের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতায় ইস্তেফতা করে যদি কোন প্রকার ইলমী দিকনির্দেশনা না পেয়ে গালমন্দ খেতে হয়, তখন তার করণীয় কী হবে। উল্লেখ্য, আমি এ কথাগুলো সেসব আকেল বালেগ মুসলমানের পক্ষ থেকে বলছি যারা ইলমী জবাব ও গালমন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

ষোল) বলা হয়েছে: এ ধরনের কাজের দিকে দাওয়াত দেয়াকে জিহাদের দাওয়াত বলা সঠিক নয়। (اس طرح كي كسي عمل كي طرف دعوت دينے كو دعوت الى الجهاد كهنا درست نهيں)

নিবেদন হচ্ছে, যে আকেল বালেগ মুসলমান কোন একটি কাজের বিষয়ে দলিলের আলোকে প্রবল ধারণায় পৌঁছতে পেরেছে যে, এ কাজটি তাকে জিহাদের ফরয

দায়িত্ব আদায়ের মহান লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে সে ব্যক্তি এ কাজের প্রতি কাউকে দাওয়াত দেয়াকে জিহাদের দিকে দাওয়াত মনে করলে সমস্যা কোথায়? এখানে তার অপরাধ কী? অথবা বলা যায় এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী? বিষয়গুলো পরিষ্কার হলে আমাদের জন্য সহজ হত!

সতেরো) বলা হয়েছে: এ ধরনের দাওয়াত গ্রহণ না করলে এবং বিরত থাকলে তাকে জিহাদ অস্বীকারকারী বা জিহাদ তরককারী বলা সহীহ নয়। (اس طرح كي دعوت كو قبول نه كي جائے يا اس طرح كي دعوت سے ركے رهنےكے لئے كها جائے تو انكار جهاد يا مداهنت في الجهاد كي تهمت صحيح نهيں)

নিবেদন হচ্ছে, এখানে আমাদের একটি সহজ জানার বিষয় হচ্ছে, এ দাওয়াত কবুল না করে হোক বা কোন দাওয়াতের প্রসঙ্গ ছাড়াই যদি কোন একজন মানুষ আজীবন জিহাদ না করে এবং জিহাদের জন্য কার্যকরী কোন ফিকর না করে জীবন কাটিয়ে দেয় তাহলে তাকে জিহাদ তরককারী বলতে সমস্যা কোথায়? আর এক ধাপ এগিয়ে কোন ব্যক্তির সামনে জিহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই যদি সে কোন প্রকার আলোচনা পর্যালোচনার আগেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে তাহলে তার উপর জিহাদ অস্বীকারকারী হওয়ার আভিযোগ আসলে সমস্যা কী? তার কাছে যৌক্তিক

কোন কারণ থাকলে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এটা তার দায়িত্ব। কিন্তু জিহাদের বিষয়ে তার এ আচরণের পক্ষে যৌক্তিক কোন জবাব না আসলে তাকে অস্বীকারকারীর কাতারে রাখতে সমস্যা কোথায়?

আঠারো) বলা হয়েছে: কোন ব্যক্তি এ জিহাদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাকে জিহাদের বিষয়ে মুদাহিন বলে অভিযুক্ত করা সঠিক নয়। (اس طرح كي دعوت كو قبول نه كي جائے تو مداهنت في الجهاد كي تهمت صحيح نهيں)

নিবেদন হচ্ছে, জিহাদের শিরোনামে বর্তমানে বহু দিক থেকেই দাওয়াত আসছে। নির্দিষ্ট কোন একটি দাওয়াতকে গ্রহণ না করলে বলা যাবে না যে, সে ইসলামের জিহাদকে অস্বীকার করে বা তাকে মুদাহিন বলা যাবে না।

তবে এখানে একটি বিষয় আছে যাকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আর তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তির সামনে জিহাদের দাওয়াত আসলে যদি সে জিহাদের দাওয়াত গ্রহণ না করে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে ও এ আচরণগুলো করে, তাহলে তাকে মুদাহিন বা অস্বীকারকারী বলতে সমস্যা কী? কথাগুলো যথাক্রমে:

ক) বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ করতে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল।

খ) বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করাই হচ্ছে জিহাদ।

গ) জিহাদ একটি অবধারিত ফরয বিধান, তবে এর পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। জিহাদের বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ।

ঘ) বর্তমান বিশ্বের সকল জিহাদী কাফেলাকে ইহুদী-খ্রিস্টানের দালাল বলে আখ্যায়িত করা।

ঙ) বিশ্বের সকল জিহাদী কাফেলাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা।

চ) যেহেতু সারা বিশ্ব এখন জাতিসংঘের অধীনে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ, তাই জিহাদ করার মত কোন প্রতিপক্ষ নেই।

ছ) যেহেতু সারা বিশ্বের দেশগুলো পরস্পরে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ, তাই পৃথিবীতে কোন দারুল হারব নেই। অতএব জিহাদ করার কোন ক্ষেত্র নেই।

জ) জিহাদের ফিকর ও জিহাদের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম শুনলে যাদের মনটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে।

ঝ) জিহাদের বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে গেলে যাদের দেহ-মন বিরক্তিতে ভরে উঠে।

ঞ) মুজাহিদ ও জিহাদের কথা শুনলেই কোন বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া সেগুলো বিভ্রান্ত, আবেগতাড়িত, অপরিণামদর্শী, মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দেয়।

উল্লিখিত এসকল বিষয়ের উপস্থিতিসহ যদি কেউ জিহাদের দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে জিহাদ অস্বীকারকারী বা মুদাহিন বললে কোন সমস্যা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। বাকি হুজুরদের মতামত জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে।

উনিশ) বলা হয়েছে: জিহাদের ফিতরী পদ্ধতি সাধারণত অনেক দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ চেষ্টা প্রচেষ্টার দাবি রাখে। (جهاد کا فطري طريقه عموما بهت طويل وقت اور طويل محنت کو متقاضي هے)

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাটি একটু বুঝে নিতে হবে। জিহাদের ফিতরী পদ্ধতির জন্য দীর্ঘ সময় ও অনেক মেহনতের যে প্রয়োজনের কথা এখানে বলা হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু নিবেদন। জিহাদ ফরয হওয়া এবং এর বাস্তবায়ন নিয়ে কয়েক পর্যায়ের ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যার

কিছু হচ্ছে ফিতরী, আর কিছু হচ্ছে মুহদাস। প্রচলিত প্রত্যেকটি ধারণা অনুযায়ী এর দীর্ঘ মেয়াদের পরিমাণ নির্ধরিত হতে পারে।

যেমন একটি ধারণা হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো দারুল ইসলাম। মানবরচিত আইনে পরিচালিত দেশগুলো দারুল ইসলাম, পরিচালক মুসলমান এবং পরিচালক ও পরিচালকের অধীনস্ত সকল বাহিনী জিহাদের আদেশের মূল মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি ও কাফেলা। এ ধারণা অনুযায়ী ফিতরী পদ্ধতিতে জিহাদ শুরু করতে দীর্ঘ সময় নেয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, এ ধারণা অনুযায়ী তামাক্কুন, বলিষ্ঠ শক্তি, বাস্তবিক সামর্থ্য (কাল্পনিক নয়) ও প্রস্তুতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেরির কোন কারণ নেই। দেরি হলে শুধুমাত্র এজন্য হতে পারে যে, জিহাদের কোন ক্ষেত্র নেই। জিহাদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আরেকটি ধারণা হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলো কুরআনের আইনে পরিচালিত না হয়ে মানবরচিত আইনে পরিচালিত হচ্ছে সে দেশগুলো দারুল হারব। সে দেশগুলোর পরিচালকরা কাফের ও মুরতাদ। সে দেশগুলোর আদালত তাগুতের আদালত। সে দেশগুলোর সকল সশস্ত্র বাহিনী কুফরের প্রহরী ও রক্ষক হওয়ার কারণে দলগতভাবে

কাফের ও মুরতাদ। এ ধারণা অনুযায়ী জিহাদ বাস্তবায়নের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে।

ক) যে ভূখণ্ডগুলোতে ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন চলছে, সে ভূখণ্ডের যিম্মাদারগণ নিজেদের ভূখণ্ডের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ঠিক রেখে অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে কাফের মুরতাদ সরকার ও কাফের মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সমরশক্তি ব্যবহার করবে। শত্রু প্রতিরোধে তারা যথেষ্ট না হলে যথেষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব হবে ঐ ইমারাতে ইসলামিয়ার সমর বাহিনীকে সহযোগিতা দেয়া। এ ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ সময়ের কোন বিষয় নেই। বিজয় আসতে দেরি হতে পারে, কিন্তু জিহাদ শুরু করতে অনেক দীর্ঘ সময় নেয়ার কোন কারণ নেই, অনুমতিও নেই।

খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলোতে কাফের মুরতাদ সরকার ক্ষমতা দখল করে ইসলামী আইনকে বিলুপ্ত করে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করেছে, সে কাফের মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের তাৎক্ষণিক ফরয দায়িত্ব। বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণ না থাকলে তাদেরকে সহযোগিতা করা বিশ্বের অপরাপর মুসলমানদের উপর ফরয। এ ভূখণ্ডকে

কাফের মুরতাদদের হাত থেকে রক্ষা করার আগ পর্যন্ত এ ফরয দায়িত্ব থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যার ফলে এ ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য অনেক দীর্ঘ সময় নেয়ারও কোন সুযোগ নেই।

গ) যে ভূখণ্ডগুলোতে আল্লাহর বিধান কখনো বাস্তবায়ন হয়নি সে দেশগুলো মূল থেকেই দারুল হারব। সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার তাৎক্ষণিক ফরয কোন বিধান নেই। ইমারাতে ইসলামিয়া তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কুফরের ভূখণ্ডগুলোর উপর হামলা করতে করতে এগিয়ে যাবে এবং পৃথিবী থেকে কুফর শিরককে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও জিহাদ করার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় নেয়ার যৌক্তিক কোন কারণ নেই।

তবে এ ধরনের দেশে যেসব মুসলমান অবস্থান করছে, তাদের বিষয়ে কিছু কথা রয়েছে। এ ভূখণ্ডগুলো যেহেতু মূল থেকেই দারুল হারব তাই এসব দেশে মুসলমানদের অবস্থান বৈধ নয়। তারা দুই অবস্থায় এসব দেশে অবস্থান করতে পারে।

এক. হয়ত তারা এমন পর্যায়ের দুর্বল যে তারা অন্যত্র যাওয়ার শক্তি রাখে না। এ দুর্বলতাও বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

দুই. তারা এসব দেশে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। সে প্রস্তুতি দিয়ে হয়ত নিজেরাই এমন শক্তি অর্জন করবে যা দিয়ে কুফর শিরককে পদানত করে ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। অথবা অন্যত্র অবস্থিত ইমারাতে ইসলামীকে এসব দেশে আক্রমণ করার জন্য সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তুতি নেবে। এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তবে এ দীর্ঘ সময়টি শুধুই অপেক্ষার জন্য নয়; বরং তা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সামরিক প্রস্তুতির জন্য।

আলোচ্য পারচায় যদি এ পদ্ধতির জিহাদের জন্য দীর্ঘ সময়ের কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে এর জন্যও একটি টাইমফ্রেম থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। যুগের পর যুগ শুধু প্রস্তুতি চলতেই থাকবে এমন প্রস্তুতি শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়। আর যদি মারকায কতৃপক্ষের কাছে এ ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের সামনে এসে গেলে আমরা উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ।

বিশ) বলা হয়েছে: কিছু মানুষ কিছু সংক্ষিপ্ত রাস্তা আবিষ্কার করেছে এবং তাকেই তারা জিহাদ নাম দিয়ে বসেছে। (بعض لوگ كچھ مختصر طريقے ايجاد كئے اور انهي كو جهاد كا نام دے دیا)

নিবেদন হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদের যে ছক আমাদের সামনে আছে, তা কোন সংক্ষিপ্ত পথ নয়। জিহাদের জন্য বাহ্যত ব্যঙ্গাত্মক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ যেসব শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর কোনটিই আসলে বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ নেই। বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি ময়দানে যারা লড়াই করে চলেছেন তারা সংক্ষিপ্ত কোন পথকে জিহাদ নাম দেননি। তারা জিহাদ করে চলেছেন। তাদের সে কাজের কী নাম দিতে হবে এ নিয়ে গবেষণা করার সময়ও তাদের নেই। তারা নুসূসের আলোকে অর্পিত নিজের ফরয দায়িত্ব আদায় করে চলেছেন। আদায় করে চলেছেন কুরআন হাদীস নির্দেশিত পন্থায়। বিশ্বব্যাপী তাদের এসব কাজের কী মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন চলছে তা নিয়ে ভাবার মত সময়ও তাদের নেই।

এখন কথা থেকে যায় জিহাদের মূল রণাঙ্গনের বাইরে জিহাদের শিরোনামে যে কর্মকান্ডগুলো ঘটে থাকে সেগুলোর মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন। আলোচ্য পারচায় সম্ভবত সে কর্মকান্ডগুলোর দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি নিবেদন:

ক) মূল রণাঙ্গনে চলমান জিহাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে গ্লোবাল জিহাদ। তাতে যেমনিভাবে একটি নির্দিষ্ট

ভূখণ্ডে ইমারাতে ইসলামিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তেমনিভাবে পৃথিবীব্যাপী কুফরী শক্তির হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধার এবং মুসলামনদের হারানো ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। দু'টি কাজ একই সূত্রে গাঁথা। একই নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

কাফিরদেরকে তাদের ভূমিতে আঘাত করার পেছনে তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করা, রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট করা, সামাজিক মেরুকরণ বৃদ্ধি করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কার্যকর তাদের বিশেষ কোনো বিভাগকে দুর্বল করা এবং তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করে। এমন ভাবা সমীচিন নয় যে নিছক এলোমেলোভাবে এসব হামলা করা হয়। নির্দিষ্ট সমরনীতি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুলো হয়ে থাকে, এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বিষয়গুলো যুদ্ধের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়।

যারা সবকিছু কুরবান করে বিশ্ব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে দশকের পর দশক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা হুটহাট খেয়ালখুশি মতো নানা কাজ করে বসেন, এমন ধারণা করা সঠিক না। যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে সকলে একইভাবে

ওয়াকিবহাল না হওয়া স্বাভাবিক। তবে একজনের বুঝের সীমাবদ্ধতা আরেকজনের গলদ হবার দলিল না।

বিশ্বব্যাপী সংঘটিত জিহাদী কর্মকান্ডগুলোর যেগুলো আলোচ্য এ কাফেলা কর্তৃক পরিচালিত সেগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যারা এ ময়দান থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থান করছি, তারা এসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই সবচাইতে বেশি নিরাপদ। যে ঘটনাগুলো দীর্ঘ পরিকল্পনার একটি ছোট্ট বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সে ছোট্ট বহিঃদৃশ্যের উপর হাজার গবেষণা করেও আমরা সঠিক মন্তব্য করতে পারব না। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারাহ এবং গ্লোবাল জিহাদের নিয়ন্ত্রণকারী কাফেলার কাছে ইলমের উপাদান ও উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। উপরন্তু তাদের কাছে রয়েছে সে ইলমকে বাস্তবায়ন করার আমলী ক্ষেত্র। যে আমলী ক্ষেত্র থাকলে ইলমের কোন তালেব সহজে তার সবক ভুলে যায় না।

খ) দেখা যায় কোন একটি দেশের একটি পাঁচতারা হোটেলে আক্রমণ করা হয়েছে এবং সে আক্রমণে শতশত আল্লাহর দুশমন নিহত হয়েছে। আমরা আমাদের খানকাহে, দরসগাহে ও গণতান্ত্রিক বক্তৃতার মঞ্চে বলে চলেছি, ইসলাম নির্দোষ নিরীহ মানুষদেরকে মারতে বলেনি, আমীরের হুকুম ছাড়া

যেখানে সেখানে হামলা করতে বলেনি, এভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করার অনুমতি দেয়নি, এটা কোন জিহাদ নয়, ইসলামে একটি কুকুর বিড়ালকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে, ইসলামে গাছের একটি পাতা পর্যন্ত ছিড়তে নিষেধ করা হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ ব্যক্তিরা এসব মন্তব্য করে থাকে, যারা জীবনে জানতেও পারবে না যে, যাদেরকে মারা হয়েছে তারা আল্লাহর প্রকাশ্য দুশমন, তারা নির্দোষ নয়। তারা নিরীহ নয়, আমীরের হুকুমেই তাদেরকে মারা হয়েছে এবং আল্লাহর দুশমনদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য মারা হয়েছে। তারা কখনো জানতে পারবে না এবং বিশ্বাসও করবে না যে, এই নরাধমগুলো পাঁচতারায় বসে মুসলিম নিধনের হিসেব কষছিল এবং আমাদের মা বোনদের ইজ্জত আব্রু বণ্টন করছিল। তারা কখনো জানতে পারবে না যে, এটি দীর্ঘ পরিকল্পনাভিত্তিক জিহাদের ছোট্ট একটি অংশ, যে দীর্ঘ পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বা তার বাস্তব তথ্য উপাত্ত জানার সুযোগ হয়তো তাদের নেই।

যারা কাফের মুশরিক ও ফাসেকদের সাক্ষ্য ও খবরের ভিত্তিতে মুসলমানদের ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে বেশি আগ্রহী, যারা বিবিসি- সিএনএন- রয়টার্স – আল জাযিরা- বিটিভি ইত্যাদিকে ثقة ثقة ثبت ও ثقة মনে করে, তারা কখনো

জানতে পারবে না যে, যারা হামলা করেছে, তাঁরা কারা আর যাদের উপর হামলা করা হয়েছে তারা কারা এবং কোন প্রেক্ষিতে তাদের উপর হামলা করা হয়েছে।

গ) কখনো এমন হয় যে, কেন্দ্রীয় কোন পরিচালনা ব্যতীত আঞ্চলিক কোন মুজাহিদ বাহিনীর হাতে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। এমন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালার আলোকে হয়ত মন্তব্য করা যায় যে, এ হামলাটি সঠিক হয়নি। কিন্তু কর্মকান্ডটি যাদের হাতে ঘটেছে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে, হামলার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে, ভুলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয়। আর শুধু সাধারণ নীতিমালার আলোকে কর্মকান্ডটিকে ভুল সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না।

ঘ) অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ওয়াজিবুল কাতল কোন মুরতাদ ব্যক্তি বা মুরতাদ দলকে কোন ব্যক্তি বা কাফেলা হত্যা করে। যে হত্যার জন্য ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না। সেটি একটি হত্যাই মাত্র। যে হত্যা বৈধ হওয়ার পাশাপাশি কাম্যও। কিন্তু তা জিহাদ নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিহাদ বলে প্রচারও করেন না। সর্বোচ্চ হত্যার দায় স্বীকার করেন, যেন

অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায়। এটাকে তারা জিহাদও মনে করে না, জিহাদের কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তাও মনে করে না।

এ হচ্ছে আমাদের জানামত কিছু অবস্থা ও পরিস্থিতি।

ঙ) এরই বিপরীত এমন হতে পারে যে, জিহাদের দীর্ঘসূত্রিতার আশংকায় কেউ সংক্ষিপ্ত কোন পথ আবিষ্কার করে সে পথকে জিহাদ নাম দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্বটি আদায় করতে চায়, মারকাযুদ দাওয়া থেকে প্রচারিত এ পারচায় যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের কোন ব্যক্তি বা কাফেলা সম্পর্কে আমার জানা নেই। মারকায যেহেতেু লিখেছে তাই এ ধরনের ব্যক্তি ও কাফেলা সম্পর্কে মারকাযের কাছে তথ্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মারকায যদি এদেরকে চিহ্নিত করে দেয় এবং তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে করণীয় বাতলে দেয়, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

একুশ) বলা হয়েছে: এছাড়া এসব পন্থার বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও রায় পরিবর্তন হতে থাকে। (پھر ان طریقوں کے بارے میں خود ان کا تجربہ یا رائے بدلتا بھي رھا ھے)

নিবেদন হচ্ছে, যে কাজের সঙ্গে প্রতিদিনের পরিবর্তিত পৃথিবীর সম্পর্ক, হাজার রঙ্গের দুশমনের সঙ্গে লড়াইয়ের সম্পর্ক, যে কাজের ক্ষেত্র ফিকহের প্রচলিত চার

মাযহাবের অনুসারীদের একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম, যে কাজটি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত, সে কাজের ক্ষেত্রে কাজের যিম্মাদারদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ও রায়ের পরিবর্তনের বিষয়টিকে এ পারচায় যে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ বুঝে আসেনি। বিষয়টির প্রতি গুরুত্বের কারণ আরেকটু খুলে বলে দিলে আমাদের জন্য ভালো হত।

বাইশ) বলা হয়েছে: কোন কোন পদ্ধতি নিয়ে খোদ তাদের মাঝেও দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে যে, তাকে শরয়ী জিহাদ বলা যাবে কি যাবে না। (اور بعض طريقوں كے بارے ميں خود ان كے آپس ميں اختلاف بهي پيدا هوا كه اسے شرعي جهاد كها جا سكتا هے كه نهيں)

নিবেদন হচ্ছে, এ বিষয়েও আমার আগের কথাটাই আমি আবার বলব। একটি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে হাজারটি ক্ষেত্রের কোন বিশেষ একটির বেলায় কি কাজের লোকদের পরস্পরে দ্বিমত হতে পারে না যে, এটি সঠিক? না কি বেঠিক? এতটুকু দ্বিমতের কারণে কি তাদের কাজটি মূল থেকেই অস্বীকার করা যাবে?

বেয়াদবি মনে না করলে আমি একটি উদাহরণ দেই। ইসলামের ইতিহাসের মহাপ্রলয়ঙ্করী কয়েকটি ঘটনার প্রতি

দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব এমন দ্বিমত সেখানে ঘটে আছে। যেমন হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কারবালা, আলি-মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমার জঙ্গে সিফফীন, আয়েশা সিদ্দীকা-তালহা-যুবায়ের-আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জঙ্গে জামাল ইত্যাদি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ঘটেছে। সে ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিমতটা এ পর্যায়েরই যে, ইসলামে যে জিহাদের ফরয দায়িত্ব দেয়া আছে এবং যে জিহাদের ফযীলত বলা আছে এগুলো সে জিহাদ নয়। একটি বিশেষ পদ্ধতি বা একটি বিশেষ রণক্ষেত্রের বিষয়ে যখন দ্বিমত হয়ে যাবে যে, তা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত কি না? তখন যে পক্ষ তাকে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত মনে করবে না সে পক্ষ তাকে শরয়ী জিহাদও বলবে না।

কিন্তু জিহাদে রত মুজাহিদগণের পরস্পরের এসব দ্বিমতকে পুঁজি করে যারা জিহাদ থেকে দূরে রয়েছেন, তারা কোথায় আঘাত করতে চান, তা বোঝা বড় মুশকিল। তা এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর উপর ভর করে পুরো জিহাদী কর্মকান্ডের উপর পানি মেরে দেয়া হবে এবং জিহাদের বর্তমানে চলমান কার্যক্রমগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে দেয়া হবে? আমরা দেখেছি, গায়রে মুকাল্লিদরা মাযহাবের অনুসরণকে বাতিল বলে প্রমাণিত করার জন্য এ ধরনের দলিল দিয়ে থাকে। অথবা মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে যদি

এর অন্য কোন মাহাত্ম্য নিহিত থাকে, তাহলে তা আমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিলে আমরা উপকৃত হতাম।

তেইশ) বলা হয়েছে: কিছু শায ও চরমপন্থী রায়। যেমন একটি রায় হচ্ছে, আজকাল যেসব মুসলিম দেশ গণতন্ত্রের অধীনে চলে, যেখানে দেশের সংবিধান ও আইন মানবরচিত, যেখানে আদালত মানবরচিত আইনের আলোকে চলে সেসব দেশ দারুল হারব। (متعدد شاذ یا غلوآمیز آرا پر رکھا ھے، مثلا یہ نظریہ کہ آج کل کے مسلم ممالك جو دیمقراطي طریقے پر چلتے ھیں، جہاں دستور مملکت لوگو ں کا وضع کردہ ھے، جہاں عدالت قانون وضعي کے مطابق فیصلہ کرتي ھے وہ سب دار الحرب ھے)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়ার কিতাবাদিতে দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবেই করা হয়েছে। এরপরও এ রায়টি শায ও চরমপন্থী কেন হল বুঝতে পারিনি। যে দেশগুলো মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনে পরিচালিত হবে নিশ্চয় সে দেশগুলো ইসলামী আইনে পরিচালিত হবে না। শব্দ ও পরিভাষার দাবিও এটা, বাস্তবেও এটাই চলছে। আর দারুল হরবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار

حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين.

-المبسوط .للامام شمس الدين السرخسي، مطابق لطبعة السعادة بمصر، الطبعة الاولى 1324هـ ج:10، ص:114. الشاملة

> *“ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, যখন তারা শিরক; অর্থাৎ শিরকের বিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তাদের ভূখন্ড দারুল হারব হয়ে যায়। কারণ কোনো ভূখন্ড আমাদের দিকে কিংবা তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে তো ক্ষমতা ও বিজয়ের ভিত্তিতে। সুতরাং যেখানে শিরকের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সেখানকার ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে। অতএব তা দারুল হারবই হবে। পক্ষান্তরে যেখানে প্রতিষ্ঠিত বিধান হবে ইসলামী বিধান, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সেখানকার ক্ষমতাও মুসলিমদের হাতে।”* - মাবসূতে সারাখসী

এরপরও এ রায়টি কেন শায ও চরমপন্থী রায় বিষয়টি বুঝতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। এ রায়টিকে কেন এভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে? এ রায়টিকে শায বলার মত অবস্থা কি এখানে আছে? মারকায কর্তৃপক্ষ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে

বিষয়টিকে খোলাসা করে দিতেন তাহলে আমরা খুব শুকরিয়া আদায় করতাম।

চব্বিশ) বলা হয়েছে: সেখানকার শাসকরা সবাই কাফের। (وهاں کے حکام بلا استثناء سب کافر هیں)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়তের কিতাবাদিতে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধানকে পেছনে ফেলে রেখে গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে ফায়সালা করবে, দেশ পরিচালনা করবে তারা কাফের, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। তারা কুরআনের ছোটবড় সকল বিষয়ে কুরআনের বিধানের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে। বর্তমানের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এর ব্যতিক্রম কোন চিত্র নেই। কুরআনের ভাষায় যাদেরকে তাগুত বলা হয়েছে তাদেরকে কাফের বলা কেন শায ও চরমপন্থী রায়, বিষয়টি কোনভাবেই বোধগম্য নয়। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়গুলোতে আমাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি দিতেন! দলিলের আলোকে বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দিতেন!

পঁচিশ) বলা হয়েছে: এসব শাসক (যাদেরকে কাফের বলা হয়েছে) যদি কোন অমুসলিমকে ভিসা দেয় তাহলে ভিসাধারী নিরাপত্তাচুক্তির আওতায় আসবে না। (وہ حکام کسي غیر

مسلم کو ویزا دے یہ ویزا استئمان اور معاهده کے حکم میں نہیں آئے گا)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়তের কিতাবাদিতে আমান বা নিরাপত্তা প্রদানের যে মাসআলাটি রয়েছে তা এরকম, দারুল হারবের কোন কাফের দারুল ইসলামের শাসকের কাছ থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল ইসলামে প্রবেশ করলে কাফের লোকটি যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রাখবে। তার জান মাল রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব হবে।

এ পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় হচ্ছে,

১. এ ভিসা দারুল ইসলামের আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে দারুল হারবের কাফেরকে দেয়া নিরাপত্তা নয়।

২. এ ভিসা হচ্ছে কাফেরের পক্ষ থেকে কাফেরকে দেয়া নিরাপত্তা।

৩. কোন শাসকের মাঝে যখন কুফরে বাওয়াহ পাওয়া যায় তখন সে শাসক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় এবং তার কোন আইন ও চুক্তি প্রজাদের উপর বর্তায় না।

৪. শাসক যখন আল্লাহর আইনকে পেছনে ফেলে দিয়ে গায়রুল্লাহর আইনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে কাফের হয়ে গেছে তার আনুগত্য থেকে বারাআতের ঘোষণা দেয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

এমতাবস্থায় এ কাফের শাসক অন্য কাফেরকে ভিসা দিলে মুসলমানদের উপর তা নিরাপত্তা চুক্তি হিসাবে বর্তাবে কেন? কাফেরের দেয়া নিরাপত্তা রক্ষা করা মুসলমানের দায়িত্ব নয় বলে ফাতওয়া দেয়া হলে তা শায ও চরমপন্থী রায় হবে কেন? বিষয়গুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি বিষয়গুলোর একটু দলিলের আলোকে সুরাহা করে দিতেন।

ছাব্বিশ) বলা হয়েছে: এমন ভিসাধারীর উপর আক্রমণ করলে এর দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হবে না। (حامل ویزا اس شخص پر بھي حملہ کردے تو یہ نقض عہد نہیں ہوگا)

নিবেদন হচ্ছে, কাফেরের সঙ্গে কাফেরের চুক্তি মুসলমান কেন রক্ষা করতে যাবে? কাফেরের কৃত চুক্তির আনুগত্য করা মুসলমানের উপর কেন জরুরী হবে? অতএব যদি ফাতওয়া দেয়া হয়, যেমনিভাবে কুফরে বাওয়াহ প্রকাশ পাওয়ার পর মুসলমাদের উপর এ কাফের শাসকের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করা জরুরী তেমনিভাবে তার কৃত সকল চুক্তি থেকে বারাআতের ঘোষণা দেয়াও জরুরী। কোন হরবীকে হত্যা করতে এখানে তার জন্য কোন বাধা নেই। চাই সে হারবী কোন কাফের শাসক থেকে নিরাপত্তা নিয়ে আসুক বা না আসুক। এভাবে ফাতওয়া দেয়া হলে এ ফাতওয়া শায ও চরমপন্থী রায় হবে কেন? বিষয়টি বোধগম্য নয়।

এ পর্যায়ে মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে জানার বিষয় হচ্ছে, শরয়ী যে কোন বিষয় মুজতাহাদ ফীহি হলে সেখানে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু দ্বিমত হওয়ার পর প্রতিপক্ষের দলিলনির্ভর রায়কে শায ও চরমপন্থী রায় বলা আদাবুল ইখতিলাফের বিচারে কতটুকু উচিত? আমাদের আবেদন হচ্ছে, বিষয়গুলোকে এমনভাবে খোলাসা করে দিন, যাতে আমাদের কোন সংশয় বাকি না থাকে। আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

সাতাশ) বলা হয়েছে: এভাবে জিহাদের মুহদাস ও মুখতাসার পদ্ধতি আবিষ্কারকারীরা (اس طرح جهاد کے محدث ومختصر طریقے ایجاد کرنے والوں)

নিবেদন হচ্ছে, একটি পক্ষ জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করে চলেছে, আরেকটি পক্ষ তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে চলেছে। মাঝখানে ইলমীভাবে প্রতিষ্ঠিত

একটি পক্ষ মুজাহিদগণকে গালি দেয়ার জন্য নতুন নতুন কিছু শব্দ ও পরিভাষা তৈরি করে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে জিহাদ ও ইলমের কতটুকু যিম্মাদারী আদায় হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ধারণা করেন। উল্লেখ্য, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গোষ্ঠী সকল জিহাদী কাফেলাকেই সন্ত্রাসী বলে, আর ইলমের এ অঙ্গন বর্তমান প্রচলিত সকল জিহাদী কর্মকান্ডকে 'মুহদাস' 'মুখতাসার' 'মুনকার' 'গায়রে শরয়ী' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করছে। পারচা থেকে আমরা এরকম বুঝেছি। এ বোঝার মধ্যে কোন ভুল থাকলে শুধরে দেবেন বলে আশা করছি।

আঠাশ) বলা হয়েছে: এদের কারো কারো দৃষ্টিতে জিহাদ আলাদা আলাদা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (بعض کے نزدیك جهاد هر مومن پر الگ الگ فرض هے)

নিবেদন হচ্ছে, একটি হুকুম যখন ফরযে আইন হয়, অথবা ফরযে কেফায়া হয় কিন্তু ফরযে কেফায়াটি কেউ আদায় করেনি তখন এ হুকুম আলাদা আলাদা প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই তো আসার কথা। এটাতো কিছু লোকের কথা হওয়ার কথা নয়, এটাতো সবার কথা হওয়ার কথা। মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে এর বিপরীত মাযহাব ও মত কী? জানতে পারলে সুবিধা হত।

অথবা মারকায কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য এমন কি না যে, আলাদা প্রত্যেকের দায়িত্ব হলেও তা এককভাবে আদায় করার মত কোন দায়িত্ব নয়; বরং সম্মিলিতভাবে তা আদায় করতে হয়। কিন্তু মুহদাস পদ্ধতির জিহাদের লোকেরা একা একাই জিহাদের দায়িত্ব আদায় করতে বলে। পারচার উদ্দেশ্য এটা হলে এ বিষয়ে কিছু কথা আছে। কিন্তু পারচার এবারতের উদ্দেশ এটা মনে হয় না। কারণ পারচার পরবর্তী ইবারত হচ্ছে-

উনত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) প্রত্যেকে তার জন্য আলাদা জিজ্ঞাসিত হবে। (ہر ایك انفرادي طور پر اس کے لئے مسؤول ھے)

নিবেদন হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি তার উপর অর্পিত ফরযে আইন আদায় না করে, অথবা একটি ফরযে কেফায় যদি কেউ আদায় না করে তাহলে পরকালে এ আমল তরককারীদেরকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসা করা হবে? না কি জামাতবদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে? মুহদাস পদ্ধতির জিহাদের কিছু লোকের এ দাবির মাঝে কি ভুল হয়েছে তা আমি বুঝতে পারিনি। পারচাতেও এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) এর জন্য আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি শর্ত নয়। (اس کے لئے امیر المؤمنین کي اجازت شرط نہیں)

নিবেদন হচ্ছে, আমার জানামতে ফিকহের কিতাবাদিতে জিহাদের যে পর্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি লাগবে না, মুজাহিদগণ সে পর্বের ব্যাপারেই এ কথা বলেছেন। জিহাদের জন্য আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি লাগবে না, মুতলাকভাবে এমন কথা মুজাহিদগণ বলেননি। এটা তাদের উপর অপবাদ, অথবা দুর্বল ও জাল ভিত্তিতে পাওয়া খবরের উপর নির্ভর করে এ কথা বলা হয়েছে।

একত্রিশ) বলা হয়েছে: যদি শর্ত হয়ও তখন আমীর যদি অদৃশ্যও হয়। (اگر شرط ہو بھي تو امیر اگرچہ غائب ہو)

নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়েছে 'আমীরে গায়েব' বলে যেন গালি দেয়া হচ্ছে। হুজুর আমীরে গায়েব বলে কী বোঝাতে চান? গ্লোবাল জিহাদের আমীর তো কোন অদৃশ্য আমীর নয়। মাজহুল কোন আমীর নয়। নিরাপত্তার জন্য যদি আমীর সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থান করেন বা সর্বসাধারণের মুখোমুখি না হন তাহলে তাঁকে আমীরে গায়েব বলা হবে এবং এ ধরনের আমীর জিহাদ পরিচালনা করতে পারবেন

না, এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই। গায়েব ও হাজেরের মাপকাঠি এবং এ বিষয়ক মাসআলাগুলো একটু খুলে বললে আমরা উপকৃত হতে পারতাম।

বত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যদি বলিষ্ঠ শক্তির অধিকারী নাও হয় তবু আমীরে গায়েবের নামে (قوت قاهره سے محروم هو پهر بهي اس امير غائب کے نام پر)

নিবেদন হচ্ছে, এ বিষয়ে এর আগে প্রসঙ্গক্রমে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক. বলিষ্ঠ শক্তি অর্জিত হওয়ার পদ্ধতি কী? দুই. জিহাদের সকল প্রকারের জন্য বলিষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ইমারাতে ইসলামিয়া থাকতে হবে এমন কথা ইসলামী শরীয়তের কিতাবাদিতে আছে বলে আমার জানা নেই। বাকি থাকলে তা গ্রহণ করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আর আমীরে গায়েবের গালিটা জিহাদের ময়দানের সাথীদেরকে অনেক কষ্ট দেয়। এ ধরনের গালি থেকে বিরত থাকার জন্য জোড়হাতে অনুরোধ করছি।

তেত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন দেশে (کسي بهي ملك ميں)

নিবেদন হচ্ছে, এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের ময়দানের মহান ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও অপবাদ।

চৌত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন জায়গায় (كسي بهي مقام پر)

এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের ময়দানের মহান ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও অপবাদ।

পয়ত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন ব্যক্তির উপর (كسي بهي شخص پر)

এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের ময়দানের মহান ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও অপবাদ। কোন ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পারচায় এ দাবিটি করা হয়েছে বুঝতে পারছি না।

ছত্রিশ) বলা হয়েছে: হামলা চাই বিস্ফোরণ পদ্ধতিতে হোক (حمله چاهے تفجيري نوعيت کي هو)

নিবেদন হচ্ছে, জিহাদের ক্ষেত্রে যদি বিস্ফোরণ পদ্ধতি অবৈধ পদ্ধতি হয়ে থাকে, তাহলে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার বৈধ এবং কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা অবৈধ তার তালিকা অথবা কোন মূলনীতির ভিত্তিতে বৈধ-অবৈধ নির্ধারিত হবে তার বিস্তারিত আলোচনা এসে গেলে আমাদের জন্য সহজ হবে। আল্লাহর দুশমনদেরকে কোন ধরনের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা বৈধ এবং কোন ধরনের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা বৈধ নয় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট উত্তর থাকা দরকার। কারণ এখন অস্ত্রের প্রকার অসংখ্য।

ফিকহের কিতাবাদিতে জিহাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন অস্ত্র, প্রযুক্তি বা কৌশলের ব্যবহার অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কিছু আমরা পাইনি। পাশাপাশি আমরা দেখেছি, বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিটি বাহিনী, তা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী হোক কিংবা অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী হোক, বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক বিমানবাহিনীর হামলা প্রায় পুরোপুরিভাবে বিভিন্ন রকমের বিস্ফোরক নির্ভর। সেই সাথে এটা বলাও ভুল হবে না যে আধুনিক যুদ্ধের বিশাল একটি অংশ বিস্ফোরক দিয়েই হয়, তা বিমানের ফেলা বোমা হোক, আর্মির পাতা ল্যান্ডমাইন হোক, নৌ বাহিনীর ছোড়া মিসাইল হোক কিংবা হোক সৈনিকের ব্যবহার করা রকেট লঞ্চার। এসব ক্ষেত্রে এতো বছর ধরে বিস্ফোরকের ব্যবহার নিয়ে কোন শর'ঈ আপত্তি এসেছে বলে

আমাদের জানা নেই। উপরন্তু, যাদের জিহাদকে বৈধ বলে পারচাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সেই তালিবান এবং হামাসের যুদ্ধও ব্যাপকভাবে বিস্ফোরক নির্ভর। এ সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কাজেই বিস্ফোরক সংক্রান্ত আপত্তির ব্যাপারটি পরিষ্কার না। যদি বিস্ফোরক কিংবা অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে কোন শর'ঈ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে সেই নিষেধাজ্ঞা, অথবা মূলনীতি অথবা বৈধ-অবৈধ যুদ্ধাস্ত্রের তালিকা জানানো দরকার। কারণ এমন কোন আলোচনা আমরা ফিকহের কিতাবাদিতে পাইনি।

সাইত্রিশ) বলা হয়েছে: চাই তা যদি গুপ্তহত্যার মাধ্যমেও হয় (اور چاهے اغتيال کے طورپر هي کيوں نه هو)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী যাদের হত্যা করা বৈধ, কিংবা যারা ওয়াজিবুল কতল, তাদের ক্ষেত্রে কি গুপ্তহত্যা শরীয়াতে হারাম? আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত এবং ফিকহের কিতাবাদিতে বরং উল্টোটাই দেখেছি। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি নির্দেশেও একাধিক গুপ্তহত্যার প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা সীরাত থেকে জানা যায়। পরবর্তীতেও মুসলিমদের মাঝে একটি বৈধ যুদ্ধকৌশল হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই গুপ্তহত্যার ব্যাপারে

আপত্তির বিষয়টি শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দালীলিক আলোচনা আসলে হয়তো আমাদের জন্য বোঝা সহজ হবে।

মাঝে মধ্যেই কেন যেন মনে হয়, জিহাদের বাস্তবভিত্তিক ধারণাটাকেই যেন বিলুপ্ত করে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। মুজাহিদ ব্যক্তি ও কাফেলা যেভাবেই অগ্রসর হতে চায় তার মুখেই লাগাম পরিয়ে দেয়ার সব আয়োজন দেখা যায়। শুধুই ভুলের তালিকা তৈরি হয়। কিন্তু নির্ভুল ব্যক্তিরা নির্ভুল কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের প্রতি কোন আগ্রহ দেখান না। যুগের পর যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র শতভাগ নির্ভুল পদ্ধতির তালাশে। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে নির্ভুল পদ্ধতির দেখা আর পায়নি।

আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেকটি জুযইয়ার দলিলভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক সমাধান দিয়ে দিন। যারা জিহাদ করতে চান, শর'ঈ দায়িত্ব পালন করতে চান তাদেরকে উপযুক্ত ও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিন যাতে তারা ভুল না করে।

আটত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) এসব হামলার ফলাফল কী হবে তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই (آگے اس پر کیا نتیجه مرتب هوگا .. وه دیکهنے کي ضرورت نهیں)

নিবেদন হচ্ছে, আমার জানামতে শরয়ী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার তারতীব হচ্ছে, মাসআলা আলোচনার টেবিলে আসার পর দলিলের আলোকে ফরয ওয়াজিব বা সুন্নাত মুস্তাহাব কোন একটি ফায়সালা হয়ে যাবে। কোন কাজ যদি ফরযে আইন বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে মাসলাহাতের ব্যাপারে বান্দার স্বীয় মস্তিস্কপ্রসূত হিসাবনিকাশের কারণে রাব্বুল আলামীন যে কাজকে অকাট্য ফরয করেছেন তা অকার্যকর করা যাবে না। যদি শর'ঈ কোন ওজর বিদ্যমান থাকে তবে সেটা ভিন্ন কথা। তবে সেক্ষেত্রেও তা দলিলের মাধ্যমেই হবে, গ্রহণযোগ্য ওজরের সীমারেখা শরীয়তই আমাদের জানিয়ে দেবে। কাজেই কোন কিছু ফরয ফায়সালা হওয়ার পর এর ফলাফল কী হবে তার উপর ভিত্তি করে হুকুমের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। হুকুমের পরিবর্তন দলিলের আলোকেই ঘটবে। জানি না, হয়ত এমন কিছু ক্ষেত্র থাকতে পারে যেসব ক্ষেত্রে ফলাফলের ভিত্তিতেই হুকুম নির্ধারিত হয়, দলিলের সেখানে কোন কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তবে এধরণের কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই বলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না।

তবে এ পর্যায়ে থেকেও যে কথাটুকু বলতে পারি তা হচ্ছে, দলিলের বিবেচনায় হোক বা ফলাফলের বিবেচনায় হোক অথবা ফলাফল যখন দলিলের স্থান দখল করে, সে অবস্থার

বিবেচনায়ই হোক - সর্বাবস্থায় আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে হবে যে কাজটি ফরয না কি ওয়াজিব, বা সুন্নাত না কি মুস্তাহাব।

এতসব কিছু মেনে নেয়ার পরও একটি কথা থেকে যায়। কথাটি হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি বা কাফেলা শরীয়তের সকল দিক বিবেচনা করে দলিলের আলোকে শরীয়তের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াকে যথেষ্ট মনে করে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম নির্ধারণ হবার পর সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারে নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত অনুমান ও হিসেবনিকেশের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তাহলে তার বা তাদের এ রায়কে শায ও চরমপন্থী রায় বলার যৌক্তিকতা কী? এ বিষয়টি বোধগম্য নয়। মারকাযের মুহতারাম কর্তৃপক্ষ যদি এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করতেন।

উনচল্লিশ) বলা হয়েছে, তাদের কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, জিহাদের হুকুম বাস্তবায়ন করার মত সামর্থ্য তাদের আছে। এ ক্ষেত্রে এটাও এক আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাদের কাছে জিহাদ করার মত সামর্থ্য আছে, কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার মত সামর্থ্য নেই। (ان میں سے بعض کا کہنا ھے کہ اب تنفیذ حکم جہاد کي استطاعت بھي موجود ھے، تو یہ بھي ایك عجیب معاملہ ھے کہ جہاد کي استطاعت موجود ھے لیکن اقامت خلافت کي استطاعت نہیں ھے)

নিবেদন হচ্ছে, মারকায কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিয়ে কেন এত অবাক হয়েছেন তা কোনভাবেই নিজেকে বোঝাতে পারছি না। পারচার এ কথাটি দেখে আমার মনে হয়েছে, মারকায তার অবস্থানকে দলিলের আলোকে সুস্পষ্ট করার আগ পর্যন্ত আমরা শুধু শুধু পেরেশান হয়ে কোন লাভ নেই।

জিহাদকে কেন খেলাফতের সাথে এখানে সংযুক্ত করা হচ্ছে বা দুটির শর্ত ও সামর্থ্যকে এক করা হচ্ছে তা বোধগম্য না। জিহাদ শুরু করার শক্তি থাকলে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে পরে জিহাদ করতে হবে, এ কথা আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। জিহাদ করার সামর্থ্য থাকা মানেই কি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য থাকা? যার জিহাদ করার সামর্থ্য আছে তাঁকে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বা জিহাদ শুরুর শর্ত পূরণ হবার অর্থ খেলাফত প্রতিষ্ঠার সকল শর্ত পাওয়া যাওয়া – এটা কি শরীয়তের বক্তব্য? শরীয়ত কি এটা ওয়াজিব করে?

বর্তমানে অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে দিফায়ী জিহাদ। দিফায়ী জিহাদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে, এর জন্য কোন শর্ত নেই। বর্তমানের অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ। এমতাবস্থায় ‘খেলাফত প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য নেই অথচ

জিহাদ করার সামর্থ্য আছে' বলে বিস্ময় প্রকাশ করার কী অর্থ হতে পারে? শত্রুপক্ষ যখন একটি ইসলামী খেলাফতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে তখন মুসলমানদের তাৎক্ষণিক ফরয দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদের মাধ্যমে সে ইসলামী খেলাফতকে পুনরায় উদ্ধার করা। এখানে ফিতরী পদ্ধতিটি কী? জিহাদের জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে? না কি খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করবে?

আমরা যা বুঝি তা হল, দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা শুরু হবে দাওয়াত ও জিহাদ দিয়ে। ধাপে ধাপে এর মাধ্যমে দ্বীনের শত্রুদের আক্রমন ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দূরীভূত হবার পর আসে খলিফা নির্ধারন করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহজিরে মাক্কী রহ., কাসেম নানুতবী রহ. খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ., ইসমাঈল শহীদ রহ. খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? উমাইয়্যা খলিফাদের বিরুদ্ধে হোসাইন রা.সহ আরো যারা জিহাদ করেছিলেন তাঁরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? ইমাম আবু হানীফা রহ এসব জিহাদে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছিলেন কেন?

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সময়ে উলামায়ে কেরাম তাতে সমর্থন দিয়েছিলেন। অনেকে এতে অংশগ্রহণ ব্যক্তির

জন্য ওয়াজিবও বলেছিলেন, অনেক উলামায়ে কেরাম এ জিহাদের অংশগ্রহণও করেছিলেন। তখন তো খেলাফত প্রতিষ্ঠার এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি জিহাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

উক্ত ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রে খেলাফতের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক না হয়ে থাকলে, এক্ষেত্রে কেন হচ্ছে?

চল্লিশ) বলা হয়েছে: ভাবা দরকার যে, তোমাদের আমীরের কাছে যদি জিহাদের সামর্থ্য থাকত তাহলে সে তোমাদের এ দেশে খেলাফতে ইসলামিয়াও প্রতিষ্ঠা করতে পারত। (سوچنا چاهئے كه اگر تمهارے امير كے اندر جهاد كي استطاعت هوتي تو وه تمهارے اس ملك ميں خلافت اسلاميه بهي قائم كر سكتے!)

নিবেদন হচ্ছে, কিভাবে করবে? খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই কি খেলাফতের বিরোধী শক্তিগুলো বাধা দেবে না? তারা যখন বাধা দেবে তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ছাড়া আর কী ব্যবস্থা আছে? এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে আর কোন ব্যবস্থা কি দেয়া আছে? খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই তো এর আগে জিহাদ লাগবে। একটি বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে গেলে

আগে জিহাদ হবে না কি আগে বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার হবে?

হুজুরের এ কথার কী ব্যাখ্যা? এ কথার ব্যাখ্যা হুজুর ব্যতীত আমরা বা অন্য কেউ দিতে গেলেই ভুল হবে। এ কারণে হুজুরের কাছেই আমরা এর ব্যাখ্যা চাই। হুজুর আমাদেরকে ভাবতে বলেছেন। আমরা ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারা পাইনি। পাওয়ার কোন অশাও দেখছি না। ভাবার জন্য কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না। অতএব এ কষ্টটুকু হুজুরকেই করতে হবে। আল্লাহ হুজুরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

একচল্লিশ) বলা হয়েছে: কমবেশি এভাবে যোগবিয়োগ করে খিচুড়ি পদ্ধতিতে কিছু লোক জিহাদের আমল যিন্দা করার জন্য নতুন ছক তৈরি করেছে। (كم و بيش اس طرح كي تلفيقي انداز سے بعض لوگوں نے احياء فريضئه جهاد كے لئے نيا خاكه قائم كيا)

নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়েছে, বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদী কার্যক্রমকে আবারো গালি দেয়া হয়েছে। গালিটি দেয়া হয়েছে ফিকহের একটি পরিভাষা দিয়ে। ফিকহের পরিভাষা 'তালফীক' এর কিছু প্রশংসিত রূপ আছে, আবার কিছু নিন্দিত রূপও আছে। আলোচ্য পারচায় তালফীকের প্রশংসিত রূপ জিহাদী কাফেলাগুলোর ভাগ্যে

জোটার কথা নয়, তাই গালির অংশটিই তাদের কপালে জুটবে। জীবনের সাধারণ সকল ভোগ বিলাস ত্যাগ করে যারা জীবনটা আল্লাহর পথে বিলীন করে দেয়ার জন্য এ পথটি ধরেছে তাদের ব্যাপারে এ কঠিন শব্দগুলো ব্যবহার করতে মারকায কর্তৃপক্ষের সামান্য দ্বিধাও হয়নি। এদের প্রতি মারকাযের কেন এত ক্ষোভ যদি তাঁরা একটু খুলে বলতেন!

বিয়াল্লিশ) বলা হয়েছে: আজকাল কওমী মাদরাসাগুলোর অনেক তালিবে ইলমের এ রোগ হয়ে গেছে যে, তারা নেট থেকে এ ধরনের লেখাগুলো পড়তে থাকে। (آج كل مدارس قوميه كے بهت سے طلبه ميں بهي يه بيماري پيدا هوگئي كه شبكه سے نكال كر اس طرح كي تحريرات پڑهتے هيں)

নিবেদন হচ্ছে, এ রোগ একদিনে হয়ে যায়নি। হঠাৎ করেই এ রোগ দেখা দেয়নি। হাজারো মুসলমান ও তালিবে ইলমকে অসংখ্য দরবার থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে এ পথ ধরতে হয়েছে। ইলমের অঙ্গনগুলো তালিবে ইলমদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে, ইলমী ও দ্বীনী বিষয়গুলোতে তাঁরা কী রকমের মূর্তি ধারণ করেছে তা লিখলে আস্থা ও অনাস্থার সমস্যা দেখা দেবে। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি একটু কষ্ট করে তথাকথিত ইলমি অঙ্গনগুলোর কিছু কারগুজারী সরাসরি

গ্রহণ করতেন, তাহলে তালিবে ইলমদের পক্ষে রায় দিতে তাঁদের জন্য কিছুটা হলেও সহজ হত।

হুজুর যতই দাবি করবেন যে, আপনি জগত সম্পর্কে এবং এসব হালাত সম্পর্কে বেখবর নন, কিন্তু আমরা অপনার এ দাবি মানব না। মানার কোন অবস্থা নেই। আমি দু'একটি বিবরণ শুরু করলে আপনি কানে হাত দিয়ে ফেলবেন। শোনার মত হিম্মতও হয়তো পাবেন না আপনি।

তেতাল্লিশ) বলা হয়েছে: ... তারা জানে না সে খিচুড়ি পদ্ধতিগুলোর হুকুম কী? সে পদ্ধতিগুলো জায়েয কি না? জায়েয হলেও তা করা জরুরী কি না? (انهيں يه تميز نهيں ...هيئت ملفقه جو پيدا هوئي اس كا كيا حكم هے؟كيا وه بهي كوئي جائز صورت هے؟ اگر جائز هے تو وه حجت ملزمه بهي هے؟)

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাগুলো বোঝা ও জানার জন্যই তারা ইলমের অঙ্গনগুলোতে হাজির হয়েছিল। তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে:

ক) আদার বেপারী জাহাযের খবর লওয়ার দরকার নাই।

খ) তোর মত দেড় ব্যাটারী এত বড় মাসআলার খবর লওয়ার দরকার নাই।

গ) এ ফরয ছাড়া আরো যত ফরয আছে সেগুলো কি আদায় করে শেষ করে ফেলেছ?

ঘ) আহমদ শফী সাহেব যা বুঝেছে, তোর মুহতামিম যা বুঝেছে তার চাইতে বেশি কিছু বোঝার দরকার নেই।

ঙ) তোর মত থাকতে আমাদেরও খুব জযবা ছিল, এখন ঠান্ডা হয়ে গেছি, তুইও ঠান্ডা হয়ে যাবি।

কারগুজারীর ভালো কিছু অংশ এখানে তুলে ধরলাম। হুজুর যদি আমাদের প্রতি একটু সুবিচার করতেন।

চুয়াল্লিশ) বলা হয়েছে: এধরনের লেখাকে তালিবে ইলমরা শেষ সিদ্ধান্ত মনে করে এবং সে ভিত্তিতে নিজেদেরকে বাখবর এবং জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়কারী মনে করে এবং নিজের উস্তাযগণকে মুগাফফাল ও মুদাহিন মনে করে। (اس طرح كي تحريرات كو بعض طلباء حرف آخر سمجھتے ھیں، اور انھي كي بنياد پر اپنے كو باخبر اور فريضئه جهاد كے ادا كرنےوالے سمجھتے ھیں، اور اپنے اساتذه كو مغفل اور مداهن سمجھتے ھیں)

নিবেদন হচ্ছে, উস্তাযগণের যেসব ভাষা ও আচরণের কারণে তাঁদেরকে মুগাফফাল ও মুদাহিন মনে করা হয় সেসব ভাষা ও আচরণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। হুজুর

যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত পরিমাণ উপাদানসহ কারগুজারীগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারব ইনশাআল্লাহ। খানকাহের পীর, রাজনৈতিক লিডার, মহাগবেষক; যে পর্যায়ের কর্ণধারদের মুদাহানাতের চিত্র দেখতে চান, সে পর্যায়ের চিত্রই দেখানো যাবে। মেহেরবানি করে তালিবে ইলমদেরকে একচেটিয়া দায়ী করবেন না হুজুর। আপনার ইলমী বিপ্লবের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ছেলে অশ্লীল উপন্যাস ছেড়ে কিতাবের পাতা উল্টাতে শুরু করেছে। অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে তাহকীকের পথে চলতে শুরু করেছে। যেই তালিবে ইলম ইন্টারনেট পড়ে, সে আল্লামা মারগিনানির হেদায়া এবং ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুস সিয়ারও পড়ে। এখন আপনি যদি তাদেরকে এভাবে ব্যাঙ্গাত্মক ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাষায় সম্বোধন করেন, তাহলে আমাদের দেশে যারা এখনো তাহকিক ও মুতালাআ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে, তারাই লাভবান হবে। এটা আমাদের কামনা নয়। আমরা একটু সহনশীল আচরণ কামনা করি।

পঁয়তাল্লিশ) বলা হয়েছে: এ ধার করা ইলমের ভিত্তিতে তারা ভাষায় ও আচরণে এমন সংস্কারকের দাবি করে যে, তাদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে না তারা যেন ইলমের আনুগত্যকে

না মেনে মনস্কামনার পূজা করে চলে। (مستعار اس علم كي بنياد پر بلسان قال يا بلسان حال ايسي تجديد كے مدعي هيں كه ان كي دعوت قبول نه كرنے والے ان كي نظر ميں گويا سيادت علم كے قائل هي نهيں متبع هوا هيں)

নিবেদন হচ্ছে, হুজুর যে ইলমকে ধার করা ইলম বলে ব্যঙ্গ করছেন সে ইলম এবং (হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বর্তমানে প্রচলিত মাদরাসাগুলোতে স্বাভাবিক তারতিবে চর্চিত ইলম -এ দুই ইলমকে পাল্লায় উঠালে হুজুর অনুভব করতে পারবেন বিদ্রুপের শিকার ইলমের পাল্লা ভারি হয়ে যাচ্ছে।

এ দাবিটি করতে আমার খুব ভয় হচ্ছে। কারণ এর মাধ্যমে আমি ইলমের গায়রে ফিতরী ও গায়রে মাসূর একটি পদ্ধতিকে প্রধান্য দিয়ে ফেললাম। কিন্তু হিম্মত করে বলে ফেলার পেছনে যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, ইলমের ফিতরী ও মাসূর পদ্ধতির শিরোনামকে ঝুলিয়ে রেখে সেখানে কী চলছে তা দেখলে হুজুর রীতিমত আঁতকে উঠবেন। হুজুর যদি ইলমের বিষয়ে নিজের অঙ্গনের সঙ্গে কেয়াস করে অন্যান্য অঙ্গনগুলোর মূল্যায়ন করে থাকেন তাহলে ভুল হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে হুজুর এ দাবি করবেন না যে, আপনার এসব বিষয়ে খবর আছে। এসব বিষয়ে আপনার যে খবর আছে তা খবরের ভিত্তিতে। সরাসরি দেখে নয়।

আবু তাহের মিসবাহ সাহেব হুজুরের মাদানী নেসাব চালু হওয়ার পর এ অঙ্গনগুলো থেকে বলা হয়েছিল, এ নেসাবে কিছু ফার্মের মুরগী তৈরি হয় যেগুলোকে ছেড়ে দিলে হাঁটতে পারে না, শিয়াল তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে পারে না। তারা এ কথা বলতে পারত তাদের সে বিশ্বাস থেকে যে, তারা ইলমের মূল ধারায় ইলম চর্চা করছে। কিন্তু তখনও তারা জানত না যে, নেসাবভিত্তিক পড়ার প্রাথমিক চারটি লক্ষ্য তথা পড়তে পারা, বুঝতে পারা, বলতে পারা ও লিখতে পারা এ চারটি ক্ষেত্রের কোনটিতেই তারা মাদানী নেসাবের একজন মাঝারি পর্যায়ের তালিবে ইলমের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু শিরোনাম হচ্ছে, এরা হল ফার্মের মুরগী আরা তাঁরা হলেন দেশী ছাড়া মুরগী।

আমি বলতে চাই, এটা মাদানী নেসাবের বিশেষ কোন ফযীলত নয়। মূল ধারার দাবিদাররা মূলধারার শিরোনামটাই শুধু ঝুলিয়ে রেখেছে। কাজ করেনি এবং করছে না। তাই পাল্লায় মাপতে গেলে শুধু শিরোনাম দিয়ে পাল্লা ভারি করা যাবে না। ইন্টারনেট ইলম হাসিলের মৌলিক কোন ধারা নয়। কিন্তু যেসব অঙ্গন থেকে এর বিপরীত কথাগুলো বলা হচ্ছে, এসব বিষয়ে তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই। কারণ তারা ইলমের সকল মূলনীতিকে ধ্বংস করে মূলধারা দাবি করে বসে আছে। মারকায কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো অনুভব করতে পরলে আমাদের খুব উপকার হত।

যাইহোক ধার করা ইলম সম্পর্কে দু'টি কথা বললাম। এবার আমার মূল নিবেদন হচ্ছে, একটি সমাজ যখন নিজেকে ইলমের হাতে ন্যস্ত না করে প্রথাগত রীতিনীতির হাতে ন্যস্ত করে দেয় এবং যুগের পর যুগ তার উপর চলতে থাকে, তখন কেউ যদি ইলমের আলোকে নিজেকে বদলাতে চায়, বদলাতে শুরু করে এবং অন্যদেরকে বদলানোর ফিকির করতে থাকে তখন তা কত বড় অপরাধ হতে পারে? এ ধরনের তৎপরতাকে তিরস্কার করার ফায়দা কতটুকু এবং ক্ষতি কতটুকু।

আরেক ধাপ এগিয়ে, ইলমের এ দাবি যখন ইলমের বাহকদের সামনে পেশ করা হয় তখন সে দাবি গ্রহণ না করার জন্য যেসব অজুহাতের অশ্রয় নেয়া হয় এবং ইলম ও দ্বীনের উসূলের খেলাফ যেসকল কথা বলা হয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিতে কোন প্রকারের দ্বিধা হওয়ার সুযোগ নেই যে, ইলমের সিয়াদাতকে তারা বহু আগেই গর্দান থেকে নামিয়ে রেখেছে এবং মনস্কামনার পূজা ছাড়া সেখানে আর কোন মাত্রা নেই। বলাবাহুল্য, ইলম অর্জনের মাধ্যম ফিতরী নয়, এ কথা বলে তো ইলমের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা যায় না।

এখানেও দু'টি বিষয় খুব হযবরল হয়ে যায়। একটা হচ্ছে, একজন ইলমের তালিব তার ইলম অর্জনের মাধ্যম

ইন্টারনেট ইত্যাদিকে বানাবে না। সে ফিতরী পদ্ধতিকেই ইলম অর্জনের মাধ্যম বানাবে। কিন্তু ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে যদি কোন ইলমী তথ্য সামনে আসে তখন এ মাধ্যমের অজুহাতে ঐ ইলমী তথ্যকে এড়িয়ে যাওয়ার তো কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বিভিন্ন আচরণে মনে হয় যেন আমরা দু'টি বিষয়ের মাঝে হযবরল করে ফেলছি।

এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা মাসআলার আলোচনার সময় বিষয়গুলোকে শুধু দলিলের হাতে ন্যাস্ত করে দিলে সবচাইতে ভালো হবে। মাসআলার আলোচনার সময় কার ইলম কোন মাধ্যমে এসেছে তার পেছনে সময় নষ্ট না করে দলিলের আলোকে মাসআলার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলে ভালো হবে। কারণ প্রয়োজন হলে কেউই এসবের ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। খোদ এ পারচায়ও ইন্টারনেট থেকে ইস্তিফাদা করার পরামর্শ দেয়া আছে। এ বিষয়গুলোর সঠিক মূল্যায়ন হুজুরদের কাছে আছে, এটাই স্বাভাবিক।

ছেচল্লিশ) বলা হয়েছে: অবশ্য ইন্টারনেটে বিপরীত মত এবং তার উদ্ধৃতিসমূহের উল্লেখও তাতে রয়েছে। কিন্তু তারা তা পছন্দ করে না। (یوں شبکه میں مخالف راے اور اس کے مآخذ کا ذکر بھي موجود ھے، لیکن وہ ان کو پسند نہیں)

নিবেদন হচ্ছে, কেন? উভয় পক্ষের মতও আছে, উভয় মতের পক্ষে দলিলের উদ্ধৃতিও আছে। কিন্তু এসব তালিবে ইলমরা এক মতের কথাগুলো পছন্দ করে, অপর মতের কথাগুলো পছন্দ করে না। প্রশ্ন হচ্ছে এ ব্যবধান কেন হল?

একটি মত ও পথ হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ও মৃত্যুঘেরা। আরেকটি মত ও পথ হচ্ছে ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবনের পথ। তালিবে ইলমদের কোন সমস্যার কারণে তারা ঝুঁকিপূর্ণ মৃত্যুঘেরা মত ও মতের দলিলগুলো পছন্দ করে, এর বিপরীতগুলো পছন্দ করে না?

এ বিষয়ে মাঠে ময়দানে দু'টি মূল্যায়ন আছে।

এক. মৃত্যুঘেরা ঝুঁকিপূর্ণ মত ও পথ বিষয়কে পছন্দ করার কারণ হচ্ছে তা একাধারে: দলিলনির্ভর, ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক দুর্বলতার প্রভাবমুক্ত ও বাস্তবমুখী।

দুই. এর কারণ হচ্ছে একাধারে: জীবনের ব্যাপারে নৈরাশ্যবোধ, অ্যাডভেঞ্চারের মানসিকতা।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে ফরীদ উদ্দীন মাসউদের ছেলে ব্যারিস্টার মাকতূমের। যে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করে মুসতাশরিকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচাইতে অগ্রগন্য র‍্যান্ড (RAND) কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর

হোফম্যানের কাছে তিন মাস জিহাদবিরোধী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরেছে।

উল্লেখ্য, মাকতূমের এ মূল্যায়ন ওআইসি মহাসচিব খুব পছন্দ করেছেন। আমার নিবেদন হচ্ছে, তালিবে ইলমরা যে ঝুঁকিপূর্ণ পথ ও মতের পক্ষের লেখাগুলোর প্রতি আগ্রহবোধ করে তার কারণ হিসাবে উপরোক্ত দু'টি মূল্যায়নের কোনটিকে গ্রহণ করবেন? অথবা এর বাইরেও যদি কোন মূল্যায়ন থাকে তাহলে তা আমাদেরকে জানালে আমরা উপকৃত হতে পারতাম।

সাতচল্লিশ) বলা হয়েছে: তাদের (মানবরচিত আইনের শাসক) চুক্তি ওয়াদা সে দেশের জনগণের জন্য মানা জরুরী নয়, এর দ্বারা ওয়াদা ভঙ্গ বা গাদ্দারী হবে না -এ মত নিঃসন্দেহে স্পষ্ট বাতিল। (اب ان کے عهود ومواثيق يهاں کے مواطنين کے لئے واجب الالتزام نهيں ان کا نقض نقض عهد اور غدر نهيں بلا شبه باطل محض هے)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামের আইনকে বিলুপ্ত করে গায়রুল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করে যে শাসক প্রতিদিন কুফর করে চলেছে এবং লক্ষ-কোটি মানুষকে গায়রুল্লাহর সে আইন মানতে বাধ্য করছে, প্রতিদিন আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতে বাধ্য করছে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব,

তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ও গাদ্দারী -এটাই যদি সঠিক ফাতওয়া হয়, তাহলে মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন হচ্ছে, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে যে নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো এসেছে সে মাসআলাগুলোর সমাধান কী?

ক) গায়রুল্লাহর বিধান হচ্ছে কুফরী বিধান।

খ) গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা স্পষ্ট কুফর।

গ) শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়।

ঘ) কাফের শাসকের অনুগত্য হারাম।

ঙ) শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।

চ) কাফের বাদশা থেকে বারাআত ওয়াজিব।

ছ) বাদশা স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

হুজুরের 'বাতিলে মহয' ফাতওয়া এবং এ মাসআলাগুলোর মাঝে কোন প্রকার মিল তৈরি করতে পারছি না। এ বিষয়ে হুজুর যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করতেন।

আটচল্লিশ) বলা হয়েছে: এমনিভাবে এর উপর এ মাসআলা বের করা যে, এখন এ দেশে সব ধরনের বিস্ফোরক হামলা ও গুপ্তহত্যা জায়েয হবে; বরং জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে -এটা স্পষ্ট ভুল। (اسي طرح اس پر يه تفريع كه "اب اس ملك ميں هر قسم كي تفجيري حمله اور اغتيالي حمله جائز هوگا، بلكه جهاد ميں شامل هوگا" باطل محض هے)

নিবেদন হচ্ছে, বিশ, ছত্রিশ ও সাইত্রিশ নং টীকায় এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আরজি পেশ করেছিলাম। এখানে আরেকটু নিবেদন করি। আমার জানামতে, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বা হামলাকে কেউ কখনো জিহাদ বলে না। কোন আন্তর্জাতিক জিহাদী কাফেলার ব্যাপক ছক অনুযায়ী যদি কোথাও কোন হামলা হয় তখন তা জিহাদেরই একটি অংশ হওয়ার কারণে তাকে জিহাদ বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমি নিবেদন করেছিলাম যে, যে কাফেলা বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা নিয়ে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ড ঘটিয়ে থাকে, তার কোন একটি ছোট্ট বহিঃপ্রকাশকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করে ঐ ঘটনার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে বিচার করতে গেলে বা কোন সিদ্ধান্ত দিতে গেলে নিশ্চিত ভুল হবে।

এখানে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আমার জানামতে কোথাও কোন হামলা যদি হয় তাহলে তা যদি কোন জিহাদী কাফেলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে

হামলার আগে সে হামলার শরয়ী অবস্থান নির্ণয়ের পেছনে দীর্ঘ সময় ও মেধা ব্যয় করা হয়। ইসলামী শরীয়তের সমরনীতিতে তা বৈধতা পেলেই হামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনেক সময় হামলাকারী কর্তৃপক্ষ সে হামলার কারণ, প্রেক্ষাপট এবং শরয়ী দলিলসহ বিস্তারিত মাসআলা প্রচারও করে। কিন্তু তাগুতের প্রচার মাধ্যম সে কথাগুলো প্রচার হতে দেয় না। ফলে সাধারণ মানুষ ও ফাতওয়ার দায়িত্বশীলগণ শুধু হত্যার খবরটি জানতে পারে। আর কিছুই জানতে পারে না। আর তাও হয় তাদের আনুকূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ বানানো ও সাজানো খবরের ভিত্তিতে।

তাই আমার আরজ থাকবে, এ ধরনের কোন হামলার বিস্তারিত নথিপত্র হাতে আসার পরও যদি তা আপনাদের কাছে অবৈধ মনে হয়, তাহলে তা খুলে বলে দিলে দ্বীনের একটি ফরয দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সহযোগিতা হবে। তবে ঢালাওভাবে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তা থেকে সন্দেহ হয় যে, হুজুর মনে হয় কখনো সন্দেহও করেননি যে হামলাকারী অপদার্থগুলো এত কিছু করতে পারে। যাইহোক এ ধরনের কিছু বিষয় আছে যা মাথায় থাকলে হুজুরের ইলম থেকে আমরা আরো বেশি মুস্তাফীদ হতে পারতাম।

উনপঞ্চাশ) বলা হয়েছে: এমনিভাবে এ ধারণা যে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যে কোন রকমের সম্পর্ক শিরক/কুফর/হারাম। এ ধারণা ভুল। (اس طرح يه تصور كه "جمهوري نظام سياست كے ساتھ كسي قسم كا بهي تعلق شرك/كفر/حرام هے" غلط هے)

নিবেদন হচ্ছে, গণতন্ত্র কুফর হওয়ার খবর আমরা মারকায কর্তৃপক্ষসহ বিশ্বের হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনেছি। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কুফর হওয়ার বিষয়টি আমরা মারকায কর্তৃপক্ষসহ বিশ্বের হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনেছি। এখন এ সর্বসম্মত কুফরের সঙ্গে যে সম্পর্ক হবে তা কী হবে? হাদীসের কিতাবের একটি বাবের শিরোনাম হচ্ছে এ রকম باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم। এ বাব ও এ বাবের হাদীসগুলোর দাবি অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট কুফর শিরক ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যদি শিরক, কুফর অথবা কমপক্ষে হারামও না হয় তাহলে কী হবে?

বলাবাহুল্য, এখানে সম্পর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চয় বেচা-কেনা ও ভাড়াটিয়া-মালিকের সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক দ্বারা ঐ সম্পর্কই উদ্দেশ্য যে সম্পর্কে শ্রদ্ধার আদান-প্রদান আছে, মানামানির কথা আছে, ভালোবাসার আদানপ্রদান আছে, ছাড় ও ত্যাগের আদান-প্রদান আছে, আস্থা ও বিশ্বাস আছে, শপথ

ও অঙ্গীকার আছে, কুফর ও শিরকের ধারক বাহকদের নৈকট্য অর্জনের প্রতিযোগিতা আছে, তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগের তৃপ্তি আছে, তাদের আদর আপ্যায়নের অপেক্ষা আছে, তাদেরকে আদর আপ্যায়ন করাতে পারার গর্ব আছে। যে সম্পর্কের ভেতরে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে শক্তি যোগান দেয়ার উপাদান রয়েছে। এভাবে আরো বহু কিছু আছে। এরপরও এ সম্পর্ক কুফর/শিরক/হারাম কিছুই হবে না?! মারকায কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে দিতে হবে। না হয় নাদান উম্মতের পেরেশানী কাটবে না।

স্মর্তব্য, ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইস্তিসনার বিষয়টি এখানে উত্থাপন করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। পারচার মধ্যে শুধু মুস্তাসনা ও ব্যতিক্রম লোকদেরকেই বাঁচানো উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যাদের হুকুম ভিন্ন হবে তাদের কথা আলোচনায় আনার কোন প্রয়োজন নেই। সে ইস্তিসনা সব সময়ই আছে যা হাজারে দু'চার জন হতে পারে। এর জন্য মূল হুকুম আটকে থাকে না। আটকে থাকার কথা নয়। এরপরও যদি কোন 'গোষা' আমাদের অগোচরে থেকে যায় তাহলে মারকায কর্তৃপক্ষই তা সমাধান করতে পারবেন বলে আশা করছি।

পঞ্চাশ) বলা হয়েছে: ফিকহ ও ফাতওয়ার উসূল ও নীতিমালাকে পেছনে ফেলে রেখে যে চরমপন্থা গ্রহণ করে সেই এভাবে ঢালাও কথা বলতে পারে। (فقه و فتوى كے اصول وقواعد كو پس وپشت ڈال كر جو غلو كا شكار هوتا هے وهي اس طرح كي مطلق باتيں كر سكتا هے)

নিবেদন হচ্ছে, আমার জানামতে এ ধরনের যত মাসআলা এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সবগুলো মাসআলা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে। মাসআলাগুলো তাঁরাই লিখেছেন যারা ফিকহ ফাতাওয়া সম্পর্কে বিশেষ অবগতি রাখেন। এরপরও হতে পারে মারকায কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তারা যোগ্য নয়। যদি এ কথা হয় তাহলে সর্বোচ্চ বলা যাবে তারা কিতাব থেকে সঠিক মাসআলাটি উদ্ধার করতে পারেনি। এ দাবি করে বিপরীত সঠিক মাসআলাটি ফিকহ ও ফাতাওয়ার উসূলের আলোকে সামনে উপস্থাপন করলেই হয়ে যায়। আর কোন বকাঝকা দেয়ার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনে হয় আলোচনাগুলো সে ধারা অনুযায়ী চলছে না। বরং এমন কথা প্রায়ই শুনতে হয় যে, আগের কিতাবের উদ্ধৃতি এখন চলবে না। উপনিবেশ পরবর্তী পৃথিবীর বিচার আগের পৃথিবীর উপর কেয়াস করা যাবে না। আগের কিতাবের সংজ্ঞাগুলো এখন আর চলবে না। শরয়ী বিভিন্ন পরিভাষার নতুন সংজ্ঞা করতে হবে। আর এসব করতে হলে ফিকহে আম লাগবে। ইত্যাদি

ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আমরা মারকাযের সুদৃষ্টি কামনা করি।

একান্ন) বলা হয়েছে: যারা .... নাজায়েয মনে করে তাদেরকে শুধুমাত্র ভোট দেয়ার কারণে, অথবা শুধুমাত্র ভোটে অংশগ্রহণ করার কারণে, অথবা পার্লামেন্টে যাওয়ার কারণে মুশরিক সাব্যস্ত করা চরমপন্থা নয়ত কী? (اسے صرف ووٹ دینے کي وجه سے یا انتخاب میں شرکت کرنے کي وجه سے یا پارلمینٹ میں جانے کي وجه سے مشرك قرار دینا غلو نهیں تو کیا هے)

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাগুলো এতই মুজমাল যে এসব বিষয়ে কী আবেদন করব খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু ভোট দেয়ার কারণে কে কাকে কাফের ফাতওয়া দিয়েছে? এরকমভাবে যত 'শুধু শুধু' আছে কোন শুধুর কারণেই কাউকে কখনো কাফের ফাতওয়া দেয়া হয়নি। আমার জানামতে প্রত্যেকটি পর্বেই কুফরের মূল ইল্লতকে তুলে ধরে পরে কাফের ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। কোথাও এমন হয়েছে যে, একটি জামাতের মাঝে কুফরের ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে পুরা জামাতকে কাফের বলে দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, জামাতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ ওজরের কারণে কাফের হবে না। কিন্তু এটা হচ্ছে ইস্তিসনার

অন্তর্ভুক্ত যা মূল মাসআলা দেয়ার সময় বলার প্রয়োজন নেই।

এমনিভাবে ভোটারদের ক্ষেত্রে কুফরের ফাতওয়া কখনো বিশেষ কারণে এসে যায়। যেমন ভোটার যখন এ কথা পরিস্কারভাবে জানে যে, এ ভোটের মাধ্যমে সে একজন মানুষকে কুরআনের আইন বিলুপ্ত করে মানবরচিত কুফরী আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমর্থন দিচ্ছে, তখন তার উপর কুফরের হুকুম আসতে পারে। আর এ পর্যায়ের ইলম এখন ভোটারদের মাঝে ব্যাপক। বিশেষত বর্তমানে ভোট চাওয়ার সময় প্রকাশ্যে কুফরী আইনগুলোর ঘোষণাসহ ভোট চাওয়া হয়। যেমন বলা হয় 'বাল্যবিবাহ রোধ করতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন', 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন', 'জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন জেনে শুনে এসব কুফরের সমর্থন, সহযোগিতা ও কুফরের উপর সন্তুষ্টির কী হুকুম হবে তা মারকায কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে বলে দিলেই হয়। দলিলের আলোকে গৃহীত একটি শরয়ী সিদ্ধান্তকে চরমপন্থা বলার চাইতে দলিলের আলোকে ভুলগুলো শুধরে দিলেই ভালো হয়।

আর কাফের ফতোয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও এ কাজগুলো কুফর হবার ব্যাপারে আশা করি আপত্তি থাকার

কথা নয়। বিনীত প্রশ্ন হল সাধারণ মানুষকে এত গুরুতর ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য কী করা হয়েছে বা হচ্ছে? যা দেখা যাচ্ছে তা হল দিনদিন শুধু এই কুফরী মতবাদগুলোর প্রসার ও প্রভাব বাড়ছেই না, বরং অনেক ইলমের পোশাকধারীদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে এগুলো জায়েজ, কাঙ্ক্ষিত, প্রশংসিত এমনকি এসবে অংশগ্রহণ ওয়াজিব হবার মতো কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

বায়ান্ন) বলা হয়েছে: মোটকথা অবহেলিত জিহাদকে যিন্দা করার ভুল ও শায পদ্ধতি অথবা কলঙ্কিত ও বিতর্কিত পদ্ধতি (الغرض مهجور فريضئه جهاد كو زنده كرنے كے غلط اور شاذ طريقے، يا مخدوش ومتكلم فيه طرقے)

নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়, এভাবেই ইলমী বিষয়গুলোকে ইলমীভাবে সমাধান করার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। দলিলনির্ভর আলোচনার আগেই যখন একপক্ষ প্রতিপক্ষের মতামতকে এতগুলো গালমন্দের বিশেষণে বিশেষিত করে দেয় তখন দলিলের আলোকে আলোচনা করার মত কোন ক্ষেত্র আর বাকি থাকে না। প্রতিপক্ষ তখন এ আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে, এখানে দলিল প্রমাণ কোন কাজে আসতে পারে। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি

বিষয়গুলো শরয়ী বিষয় হিসাবে পরস্পর দলিলনির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ফায়সালায় পৌঁছার মানসিকতা রাখেন, তাহলে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ গুটি কিন্তু মারকাযেরই হাতে। যদি এমন পরিবেশ তৈরি না হয় তাহলে এর জন্য মারকায কর্তৃপক্ষ আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। উম্মত কিন্তু 'আলা বাসীরাতিন' বিষয়গুলো মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

তিপ্পান্ন) বলা হয়েছে: ... আবিষ্কারকদের অনেকে এসব মত থেকে রুজু করেছে ..... দেখার দরকার এগুলো আদৌ সাওয়াবের কাজ কি না? ..... সকল আহলে ইলমের বিপরীত তা দলিল হতে পারে কি না? .... দেওবন্দিয়াত থেকে, আহলে সুন্নাহ থেকে বা ইসলাম থেকে বের করার মত শক্তি এর মাঝে আছে কি না? (موجدين کے بهت سے حضرات بهي رجوع کرکے ... ديکهنا يه هے که يه کوئي کار ثواب بهي هے که نهيں؟... اسے سارے اهل علم کے لئے حجت ملزمه قرار ديا جائے ... ديوبنديت سے خارج هے، اهل سنت سے خارج هے، يا ايك قدم آگے بڑھ کر اسلام هي سے خارج هے)

নিবেদন হচ্ছে, অনেকেই রুজু করেছে বলে কি হুজুর কোন মাসআলার পক্ষে বিপক্ষে দলিল দিতে চাচ্ছেন? যদি

এমন হয় তাহলে আমার মনে হয়, এর প্রয়োজন নেই। যারা রুজু করেছে তারাও তো আপনাদের দৃষ্টিতে ফিকহ ও ফাকাহাতমুক্ত মানুষই। কারণ ফাকাহাত থাকলে তারা এ পথে আসত না। তাই সে দিকে না গিয়ে সরাসরি দলিলের কথা বললেই সহজ হবে।

আর যারা এ কাজগুলো করছে তারা তো ফরয মনে করে করছে, শুধু সাওয়াবের স্তর থেকে কয়েক ধাপ উপরের বিষয় মনে করে তারা কাজগুলো করছে। আর করছে দলিলের আলোকে। অতএব কোন দেশের সকল আলেমও যদি মনে করে, মানবরচিত কুফরী আইনের বলিষ্ঠ বাস্তবায়নকারী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রকাশ্য ঘোষক সকল ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী একজন প্রধানমন্ত্রীকে শুকরিয়া জানাতে হবে, তাকে আসাধারণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, এক হাজার কুফরী আইন প্রতিষ্ঠাকারীকে ইসলামের জন্য আশীর্বাদ বলে ঘোষণা দিতে হবে। সকল আলেম মিলেও যদি কাজটি করে তবু তাদের বিপরীতে দলিলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। মারকায কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে দ্বিমত করবেন বলে আমরা মনে করি না।

দেওবন্দিয়াত, আহলে সুন্নাহ ও ইসলাম এ পরিভাষাগুলো যেহেতু এক স্তরের নয়, তাই কোন একটি দাবি ও তার দলিলকে সবগুলো স্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা মুনাসিব নয়।

অবশ্য মারকায তা করেওনি। তবে যাদের জন্য পারচায় কথাগুলো বলা হয়েছে তারা এবং তাদের বাইরে বিশাল একটি অংশ দেওবন্দিয়াত থেকে বের হওয়ার দলিল দিয়ে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত যোগ্যতা রাখে। তাই পরিভাষাগুলোকে এতটা কাছাকাছি ব্যবহার না করে একটু দূরত্ব বজায় রাখা মুনাসিব হবে বলে মনে করি।

চুয়ান্ন) বলা হয়েছে: মুতাদিল মেযাজ ওলামায়ে কেরাম আমলের এ ছকও দিয়েছেন, নেটে এ ধরনের কিতাবও পাওয়া যায়। (معتدل مزاج علماء كرام نے وہ لائحہ عمل بھي پيش كيا ھے، شبكه ميں اس نوع كي كتابيں بھي ملتي ھيں)

নিবেদন হচ্ছে, মুতাদিল মেযাজের ওলামায়ে কেরাম আমলের যে ছক দিয়েছেন, তার নমুনা তালিবে ইলমের সামনে তুলে ধরার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মারকাযই হকদার। আর সে ছক ছকের মধ্যে না থেকে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপও মারকায তার ফুযালাকে নিয়েই সবার আগে করতে পারে। বাকি এখানে একটি জানার বিষয় থেকে যায়।

বিষয়টি হচ্ছে, নেটের বিরুদ্ধে এত বকাঝকার পর এত নাযুক একটি কাজের ছক নেয়ার জন্য নেটের উদ্ধৃতিকেই কেন মূখ্য রাখলেন? দু'একটি কিতাবের নাম, বা ছকের

একটি নমুনা এ পারচাতেই এসে যেতে পারত। নেটে তালাশ করতে গিয়ে আবার ভুল হবে, আবার শুযূযের শিকার হবে, আবার মজলিস, আবার পারচা তৈরি। অনেক দীর্ঘসূত্রতা। আর পারচায় যেহেতু হয়নি তাই এখন এমন একটি 'লায়েহায়ে আমল' সামনে এসে গেলেই আমাদের সংশয় কেটে যায়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ইন্টারনেটে জিহাদের যেসকল ছক দেয়া আছে তার মধ্যে সবচাইতে দলিলনির্ভর, মুতাদিল ভারসাম্যপূর্ণ ছক হচ্ছে তানযীমুল কায়েদার দেয়া ছক। আর সে ছকের ধারক বাহকগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত বহু কথা এ পারচায় এসেছে। এমতাবস্থায় তালিবে ইলমরা সেখান থেকে আমলের ছক গ্রহণ করতে গেলে নতুন করে আরো অনেকগুলো জটিল রকমের বৈপরীত্যের ফাঁদে পড়ে যাবে।

না হুজুর এমন কোন মুতাদিল ছকের কথা বলছেন, যার কোন বাস্তব রূপ নেই। যদি মুতাদিল মেজাযের ছক দ্বারা এমন কিছু উদ্দেশ্য হয়, যা কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কখনো বাস্তবের মুখ দেখবে না, তাহলে সেটাতো আর জিহাদ নয়। সেটা হচ্ছে জিহাদের ইলম, জিহাদের গবেষণা। এর জন্য নেটের মত ঝুঁকিপূর্ণ একটি দরজায় ঢোকার প্রয়োজন নেই। এ জিহাদের জন্য তাবলীগের চিল্লা, খানকাহের চিল্লা, বক্তৃতার মঞ্চ ও

গবেষণার টেবিলই যথেষ্ট। যে জিহাদ আমরা বহু কাল যাবত করে আসছি।

হুজুর নিশ্চয় এমন কিছু বলতে চাননি। বরং হুজুর যা বলতে চেয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারিনি।

পঞ্চান্ন) বলা হয়েছে: বোঝা দরকার যে, মোল্লা ওমরের যামানার তালেবানের চেষ্টা প্রচেষ্টা শরয়ী জিহাদ হওয়ার দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, পাকিস্তানের তালেবানের কার্যক্রমও জিহাদ হবে। (سمجھنا چاھئے کہ ملا عمر کے دور کے طالبان کي جد جھدجھاد شرعي ھونے سے یہ لا زم نھیں آتا کہ پاکستان کے طالبان کے اقدامات بھي جھاد شمار ھو)

নিবেদন হচ্ছে, মোল্লা ওমরের যামানায় তালেবান জিহাদ করেছে তৎকালীন বড় বড় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান তালেবান জিহাদ করছে তাগুতের বিরুদ্ধে যারা শরীয়াহ আইনকে বিলুপ্ত করে তাগুতের আইন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তার উপর অটল রয়েছে, যারা একটি ইসলামী ইমারাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং কাফের বাহিনীকে বরাবর সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জানার বিষয় হচ্ছে, মোল্লা ওমরের তালেবানের জিহাদ কেন জিহাদ, আর পাকিস্তান তালেবানের জিহাদ কেন জিহাদ নয়? হুজুর যদি মেহেরবানি করে বিষয়টি পরিষ্কার করে খুলে বলতেন!

ছাপ্পান্ন) বলা হয়েছে: হামাসের কার্যক্রম সঠিক হওয়ার দ্বারা এ কথা জরুরী নয় যে, আইএস এর কার্যক্রমও জিহাদ হবে। (حماس کے اقدامات درست ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آي ایس کے اقدامات بھي جہاد شمار ہو)

নিবেদন হচ্ছে, হামাস বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক দল। তার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে সশস্ত্র জিহাদ। তারা মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে। কোন অর্থেই তারা খেলাফত না, ইসলামী ইমারতও না। তারা নিজেরাও খেলাফত অথবা ইমারত হবার দাবি করে না। যদিও তারা জিহাদ করার দাবি করে। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে এতোদিন তারা যুদ্ধ করে আসছে খেলাফত এবং আমীরুল মুমিনীন ছাড়াই।

পাশাপাশি হামাস বিস্ফোরক ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। তারা সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পায় ইস্তিশাদী (পশ্চিমের ভাষায় 'আত্মঘাতী হামলা') হামলার মাধ্যমে, যাতে ব্যাপকভাবে বিস্ফোরণের ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছিল ইস্রায়েলের 'সাধারন-বেসামরিক জনগণের' উপর জনবহুল স্থানে বোমা হামলা। হামাস গুম এবং গুপ্তহত্যাও করেছে। মুজাহিদিনের সমালোচনায় যেসকল বিষয়ের অবতারণা সাধারণত করা হয়ে থাকে, এবং

আলোচ্য পারচায় করা হয়েছে তার প্রায় সবগুলো হামাসের মধ্যে বিদ্যমান। পার্থক্য হল মুজাহিদিন দাওয়াত, জিহাদ এবং শরীয়াহ দ্বারা শাসনের কথা বলেন, আর হামাস ক্ষমতায় এসেছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং তারা শাসন করে মানবরচিত আইন দিয়ে।

প্রশ্ন হল,

ক) হামাসের জিহাদ কি সহিহ গণ্য হবে? নাকি তারাও জিহাদের নব্য ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির অনুসারী?

খ) হামাসের জিহাদকে যদি বৈধ গণ্য করা হয় তাহলে হামাসের ক্ষেত্রে কেন এই আপত্তি তোলা হবে না যে, তারা জিহাদ করার সামর্থ্য আছে মনে করছে কিন্তু খেলাফত কেন কায়েম করছে না?

গ) এতো কিছুর পরও গণতান্ত্রিক এবং মানবরচিত আইনে শাসন করা হামাসের যুদ্ধ যদি জিহাদ বলে বিবেচিত হয় এবং তারা সমর্থন ও দোয়া পাবার যোগ্য বলে গণ্য হয় তাহলে তানযীমুল কায়েদার জিহাদ, যা হামাসের ছাড়াছাড়ি ও আইএস এর বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত; কেন একই আচরণ পাবে না?

সাতান্ন) বলা হয়েছে: যদি আমার হাকীকত জানা না থাকে তাহলে চুপ থাকার রাস্তা আমার জন্য খোলা। .... কিন্তু তাহকীক ছাড়া যে কোন কার্যক্রমকে শরয়ী জিহাদ সাব্যস্ত করা এটা কোন যিম্মাদার তালিবে ইলমের কাজ হতে পারে না। (اگر مجھے حقیقت معلوم نہیں تو خاموشي کا راستہ میرے لئے کھلا ھوا ھے، ... لیکن بلا تحقیق کسي بھي حرکت کو جھاد شرعي قرار دینا یہ کسي ذمہ دار طالب علم کا کام نہیں ھو سکتا ھے)

নিবেদন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক জিহাদী কর্মকান্ডগুলো সম্পর্কে যেভাবে মন্তব্য করা হয়েছে এবং পারচায় যেসব কথা বলা হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, আন্তর্জাতিক জিহাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যগুলো হুজুরের কাছে সঠিক কোন মাধ্যমে পৌঁছেনি। কাজের সাথীদের কাছ থেকে আমরা যেভাবে তথ্য পেয়ে আসছি, তাদের আকীদা ও মানহাজে যেভাবে বলা আছে, কাজের সাথীদের সঙ্গে যৎসামান্য উঠাবসার যতটুকু সুযোগ হয়েছে, সে সুযোগে তাদের যতটুকু অধ্যয়ন করেছি, তাতে মনে হচ্ছে, হুজুরের কাছে তথ্যগুলো সঠিক পৌঁছেনি। তাই সঠিক তথ্যগুলো সঠিকভাবে পৌঁছার পর মন্তব্য করলে আশা করি উম্মত বেশি উপকৃত হবে। এখানে যা বলা হয়েছে, তাতে উম্মতের বিভ্রান্তি ছাড়া উপায় নেই। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি জিহাদী কাফেলা (যারা ত্রিশ বছর ধরে জিহাদি কার্যক্রম আঞ্জাম দিচ্ছে, এমন

কোন ভূখণ্ড নেই যেখানে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের লড়াই চলছে, আর তারা সেই লড়াইয়ের কেন্দ্রে কিংবা প্রথম কাতারে নেই)-এর কর্মকান্ডকে মুহদাস-মুনকার-মুখতাসার-শায-গায়রে শরয়ী-গায়রে মাসনূন-গুলুআমিয ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার আগে আরেকটু সময় নিলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। হুজুর যখন দেরি করেছেনই, তখন আরেকটু দেরি হলেও হোক, তবু কথা যেন চূড়ান্ত কথা হিসাবেই সামনে আসে এবং তাতে যেন কোন ফাঁক না থাকে। ইনশাআল্লাহ এ কাজটি হুজুরের দ্বারাই সম্ভব হবে। হুজুর এখন যিম্মাদারদেরও যিম্মাদার। তাই এ নিবেদনগুলো করছি।

আটান্ন) বলা হয়েছে: আজকাল একটি বিশৃংখলা তাবলীগী জামাতের হালাত ..... এ বিষয়ে মারকায দেওবন্দের আকাবির ওলামায়ে কেরামের অনুসারী। (آج كل ايك انتشار تبليغي جماعت كے حالات راهنه ... مركز اس بارے ميں اكابر علماء ديوبند كے مسلك كے تابع هے)

নিবেদন হচ্ছে, হক-বাতিলের পার্থক্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মনে হয় মারকায আরো উপরে উঠলে নিরাপদ হবে। কারণ দেওবন্দের বর্তমান আকাবিরের তালিকা এখন অনেক অস্পষ্ট। একেকজন একেকজনকে আকাবির মনে

করে। যেমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর বিচারে মাহমূদ মাদানী ও আরশাদ মাদানী হচ্ছেন দেওবন্দের বর্তমান আকাবিরগণেরও আকাবির। কিন্তু তাদের কিছু কথাবার্তা এমন এসে গেছে, যা থেকে তাওবা করার আগ পর্যন্ত মুসলমানদের কবরে তাদেরকে দাফন করাও মুশকিল মনে হচ্ছে। কথাগুলো বলতে আমার বুক কাঁপছে। কিন্তু কী করব?!

আরেকটি কথা হচ্ছে, দলিলকে মাপকাঠি না বানিয়ে যদি আকাবিরকে মাপকাঠি বানানোর দিকে যাওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে, তাবলীগের ক্ষেত্রে আকাবিরের প্রশ্ন আসলে, আকাবিরে দেওবন্দ প্রাধান্য পাবে না কি আকাবিরে সাহারানপুর প্রাধান্য পাবে? অন্যভাবে বলা যায়, আকাবিরে সাহারানপুরও কি আকাবিরে দেওবন্দের অন্তর্ভুক্ত কি না? উল্লেখ্য, সাহারানপুরের আকাবিরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সাদ সাহেবের পক্ষে ছাপানো বই এসে গেছে এবং সে ধারাবাহিকতা জারিও আছে। তাই পরিবর্তনশীল মাপকাঠি থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই নিরাপদ। মারকায কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন বলে আশা করছি।

উনষাট) বলা হয়েছে: এখন একেবারে কেন্দ্রীয় জায়গায় যে ব্যক্তি সবচাইতে বড় দায়িত্ব নিয়ে আছেন .... এ কারণে

এখন ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। (اس وقت بالكل مركزي جگه ميں جو شخص سب سے بڑے ذمه دار بنے هوئے هيں .... اس لئے اب عمومي نكير كے علاوه كوئي چارئه كار نهيں تها)

নিবেদন হচ্ছে, তাবলীগের মারকাযী পর্যায়ের এত দীর্ঘ দিনের আকাবিরের বিরুদ্ধে এ অবস্থান নেয়া হলে আকাবিরের প্রতি সাধারণের আস্থা হুমকীর সম্মুখীন হয় কি না, সে বিষটির প্রতি খেয়াল রাখলে ভালো হবে। কারণ ইদানিং বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার যুক্তিতে এবং তাদের 'তাকাদ্দুস' রক্ষার্থে মুনকারের নাকির না করে, যারা মুনকারের নাকির করছেন, তাদের বিরুদ্ধে নাকিরের খুব জোরালো আন্দোলন চলছে।

ষাট) বলা হয়েছে: মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহু তাআলা ওয়া রাআহু। (مولانا سعد صاحب حفظه الله تعالى ورعاه)

নিবেদন হচ্ছে, একজন ভ্রষ্ট আকীদার প্রচারক ও মুআনিদের ক্ষেত্রে এ সম্মান প্রদর্শনের শরয়ী বিধান কী? না এবিষয়গুলো তার ব্যাপারে এখনো প্রমাণিত হয়নি? যেমন ফরীদ মাসুদ বলছেন।

একষট্টি) বলা হয়েছে: নিজেদের কথাকে হাকেমানা ও জারেহানা পদ্ধতিতে প্রকাশ না করে দাঈ ও মঙ্গলকামীর পদ্ধতিতে প্রকাশ করার অনুশীলন করা চাই। (اپني باتوں کو حاکمانه اور جارحانه اسلوب سے نهیں بلکه داعیانه اور ناصحانه اسلوب سے پیش کرنے کي تمرین کرنا چاهئے)

নিবেদন হচ্ছে, কথা বলার বিষয়বস্তু যদি হয় নকদ ও জরহ তখন জরহ ও নকদের ভাষায় কথা বলার বিধান কী? যখন কথা বলার ক্ষেত্র হচ্ছে মুলহিদ ও যিন্দিকের শায়েস্তামূলক তখন হাকেমানা কথা বলার বিধান কী? দাঈর পদ্ধতি ও নাসেহের পদ্ধতি সকল প্রকারের কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? না কি প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য ক্ষেত্রমাফিক পদ্ধতি প্রযোজ্য। যদি নকদ, জরহ ও মুলহিদ-যিন্দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও দাঈ ও নাসেহের পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরী হয়, তাহলে জরহ তাদীলের ইমামগণের পরিণতি কী হবে? বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট পার্থক্য আমাদের সামনে আসা দরকার।

উল্লেখ্য, বর্তমানের জারেহ ও নাকেদরা যেমন জরহ ও তাদীলের ইমামগণের সমপর্যায়ের নয়, তেমনিভাবে বর্তমানে যাদের উপর জারহ ও নকদ করা হচ্ছে তারাও স্বর্ণ যুগের মুহাদ্দিস-মুফসসির-ফকীগণের মত নয়।

বাষট্টি) বলা হয়েছে: সাধারণ মানুষকে ওলামা থেকে দূরে সরানো, তালাবাকে আসাতিযা থেকে দূরে সারানো এবং

ছোটদেরকে বড়দের থেকে দূরে সরানো কোন সাওয়াবের কাজ নয় এবং এর দ্বারা উম্মতের কোন ফায়দা হয় না। (عوام کو علماء سے متنفر کرنا، طلبہ کو اساتذہ سے متنفر کرنا اور چھوٹوں کو بڑوں سے متنفر کرنا کوئي ثواب کا کام نہیں اورنہ اس سے امت کو کوئي فائدہ پہنچتا ھے)

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাটি যে সকল কার্যক্রমের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, সে কাজগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে: ১. ইলমী নকদ, ২. গোমরাহীর প্রতিরোধ, ৩. বিভিন্ন মাসআলায় ইখতেলাফ বা দ্বিমত পোষণ।

এ তিনটি কাজের তিনটিই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজো পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। অনিবার্য করণীয় হিসাবেই চলে আসছে। ইলম ও দ্বীনের ফরয দায়িত্ব হিসাবে চলে আসছে। আশা করি কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আস্থা নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন তখনও ছিল, এখনও আছে। একটি অতিরিক্ত মাত্রা অতীতে ছিল কি না আমার জানা নেই, যে মাত্রাটি বর্তমানে খুব প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তা হচ্ছে, আস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এ তিনটি কাজের প্রতিরোধ করা।

তিনটি অনিবার্য কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে পদ্ধতিগত ভুলকে। বলা হচ্ছে,

এ কাজগুলো আগেও ছিল, কিন্তু এভাবে ছিল না। এ কাজগুলো আগে এমনভাবে করা হত যে কাজও হয়ে যেত, আবার আস্থাও নষ্ট হত না।

এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, পারাচায় এক জায়গায় বলা হয়েছে, কথা দাঈ ও নাসেহের ভাষায় হওয়া চাই। পারচার এ কথা থেকে আমাদের সন্দেহ হয়, উপরোক্ত তিনটি কাজ তথা নকদ-প্রতিরোধ-দ্বিমত এ কাজগুলোকে দাওয়াতী কাজ হিসাবে চিন্তা করা হচ্ছে কি না? যদি এ ধরনের চিন্তা করা হয়ে থাকে তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি নিবেদন রয়েছে-

ক) ইলমী নকদের ক্ষেত্রে সালাফের পদ্ধতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে কি না, সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সালাফের ইলমী নকদের কাজগুলোই দেখতে হবে। গোমরাহীর প্রতিরোধে সালাফের পদ্ধতিকে অতিক্রম করা হচ্ছে কি না, সে জন্য সালাফের গোমরাহী প্রতিরোধের কাজগুলোই দেখতে হবে। আর ইলমী বিষয়ে দ্বিমতের ক্ষেত্রে সালাফের পদ্ধতিকে অতিক্রম করা হচ্ছে কি না, সে জন্যও সালাফের ইখতেলাফের পদ্ধতিই দেখতে হবে।

দাওয়াতের পদ্ধতিকে সামনে উপস্থাপন করে যদি দেখানো হয় যে, বর্তমানের নকদ, প্রতিরোধ ও ইখতেলাফের

পদ্ধতিতে ভুল হচ্ছে, তাহলে এর সঠিক ফলাফল বের করে আনা যাবে না।

খ) দাওয়াতের একটি পদ্ধতি কুরআন ও সীরাতে রয়েছে। আরো হাজার পদ্ধতি সর্বকালের দাঈদের থেকে বর্ণিত হয়ে হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এখন দাওয়াতের পদ্ধতি হিসাবে ঐ পদ্ধতিটিকেই সামনে আনা উচিত, যে পদ্ধতি কুরআন ও সীরাতে রয়েছে। বিভিন্ন যুগের দাঈদের ব্যক্তিগত রুচিভিত্তিক কোন পদ্ধতির বিচারে অন্য পদ্ধতিকে ভুল বলে সিদ্ধান্ত দেয়া নিরাপদ নয়।

গ) অনেক সময় তাযকীর ও তালীমের পদ্ধতিকে দাওয়াতের ভাষা বলে প্রচার করা হয়। এখানে ভুল হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। যার ফলে কুরআনে ও সীরাতে আমরা দাওয়াতের যে ভাষা পাই সে ভাষা ব্যবহার করতে গেলেও অনেকে সেটাকে ভুল বলে থাকেন। তাই এ বিষয়েও সতর্ক থাকা চাই।

ঘ) এ বিষয়ে সর্বশেষ কথা হচ্ছে, বাস্তবেই আস্থা নষ্ট হচ্ছে? না কি আস্থা নষ্ট হওয়ার কাল্পনিক আশঙ্কায় আমরা আগে থেকেই তটস্ত আছি? এমনিভাবে দ্বীন ও শরীয়তের উপর চলার জন্য যাদের উপর থেকে আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া জরুরী তাদের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হচ্ছে? না কি অন্য জায়গা থেকেও আস্থা নষ্ট হচ্ছে?

এমনিভাবে নকদ, প্রতিরোধ ও ইখতেলাফের পদ্ধতিগত ভুলের কারণে আস্থাগুলো নষ্ট হচ্ছে? না কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভুল প্রতিক্রিয়ার করণে আস্থা নষ্ট হচ্ছে? এ বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু মারকায কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। কারণ বিপরীত রকমের বহু তথ্য আমাদের কাছে আছে, যেগুলো উল্লেখ করার মত সুযোগ এখানে নেই। মারকায গোড়া থেকে কথাগুলো নিয়ে ভাবলে উম্মত উপকৃত হবে। এসব বিষয় ভাবার জন্য মারকাযের মত প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয়টি নেই।

তেষট্টি) বলা হয়েছে: নকদ ও তাবসেরার ক্ষেত্রেও মুতাদিল আহলে ইলমের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। (نقد وتبصره میں بھي معتدل اهل علم کا اسلوب اپنانا هے)

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাসে ও ইলমের ইতিহাসে মুতাদিল নাকেদ ও তাবসেরাকারী হিসাবে যাদের নাম পাওয়া যায় উদাহরণ হিসাবে তাঁদের কয়েকজনের নাম যথাক্রমে: সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দারাকুতনী, খাতীব বাগদাদী, ইমাম যায়লাঈ, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে কাসীর, ইসমাঈল

শহীদ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা, শায়খ আব্দুর রশীদ নোমানী রাহিমাহুমুল্লাহ।

এ ব্যক্তিবর্গের নকদ ও তাবসেরার নমুনাগুলো আমাদের কাছে আছে। এরপরও হুজুর যদি একটু সুনির্দিষ্টভাবে নিশানদিহী করে দেখিয়ে দিতেন যে, চলমান জিহাদী কাফেলাগুলো তাদের নকদ-তাবসেরার ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় তাঁদেরকে অতিক্রম করে গেছে। ইলম ও দ্বীনের স্বার্থেই এ কষ্টটুকু হুজুরকে করতে হবে। আমরা এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

আরেকটি নিবেদন হচ্ছে, মুতাদিল হিসাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বিপরীতে মুতাশাদদিদ একটি বিশাল কাফেলা রয়েছে। জানার বিষয় হচ্ছে, তাঁরা মুতাদিল না হলেও ইলমের ময়দানে কি তাঁরা ধিকৃত ছিলেন? তাঁদের কথা ও লেখা পড়তে কি ব্যাপকভাবে বা খাসভাবেও নিষেধ করা হয়? মুতাশাদদিদগণের কঠিন কঠিন ভাষার কারণে কি তখন আস্থা নষ্ট হয়ে যেত?

বিষয়গুলো আসলে কাজের লোকদের জন্য অনেক ভারি হয়ে যাচ্ছে। এ কঠিন মন্তব্যগুলোর কারণেও যদি কাজের লোকদের কাজে ব্যঘাত ঘটে তাহলে তার দায়দায়িত্ব কাদের উপর বর্তাবে? হুজুর যদি আমাদেরকে একটু আশ্বস্থ করতেন।

চৌষট্টি) বলা হয়েছে: এমনকি গোমরাহীর কথাগুলোর রদ করার ক্ষেত্রেও ভদ্রতা ও সাধারণ আদাবের প্রতি খেয়াল রাখা কাম্য। (يہاں تك گمراهي كي باتوں كي ترديد ميں بهي شرافت اور آداب عامه كي رعايت كرنا مطلوب هے)

নিবেদন হচ্ছে, হাদীসে তো সাহেবে বিদআতকে সালাম দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে, মুনাফিক, যিন্দিক, মুলহিদ ও মুরতাদের সঙ্গে আচরণ এবং তার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন মাপকাঠি থাকবে। অভদ্রতা ও বেয়াদবীর অভিযোগ এখন খুব ব্যাপক। আমার দাবি, কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইলমের ইতিহাস থেকে গৃহীত নমুনার আলোকে গোমরাহীর রদের পথ ও পদ্ধতি বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র রচনা তৈরি হওয়া দরকার।

মারকাযের বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে আমরা কিছু নমুনা পাই। তবে সেগুলোর বিষয়ে একটু কথা আছে। কিছু ভদ্রতার ব্যাপারে আমাদের মনে হয়েছে এ পর্যায়ের ভদ্রতা শরীয়ত ও ইলমের অঙ্গনে কাম্য নয়; কারণ এর দ্বারা নকদের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয় এবং সালাফের মাঝে এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের ভদ্রতা রক্ষা করতে দেখা যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এ পারচায় ভদ্রতার যে মাত্রা মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে তা সেসব ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি।

এসব কারণে মনে হচ্ছে, একটি স্বতন্ত্র রচনা হলেই ভালো হবে।

আল্লাহ মারকাযের ইলমী খেদমত উত্তর উত্তর আরো বাড়িয়ে দিন, উম্মতের জন্য তাকে আরো উপকারী করুন, মারকায কর্তপক্ষকে আল্লাহ হায়াত দারায করুন, আমাদের কষ্ট ও সীমাবদ্ধতাগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।